আল কুরআনের
অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি
প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

গবেষণা সিরিজ-২৬

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩

E-mail : official@qrfbd.org

www.qrfbd.org

For Online Order : www.shop.qrfbd.org

ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ

এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭

দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১

প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০

তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪

বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1379-3

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯

পঞ্চম সংস্করণ : আগস্ট ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

হাসনা অ্যাডভার্টাইজিং

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০

ই-মেইল : hasnaad_06@yahoo.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি	২৫
৬	কুরআনের অর্থ করার মূলনীতিগুলো সঠিক হওয়ার প্রমাণ	২৬
	১. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকা	
	২. কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই	
	৩.একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক আকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করা	৩৩
	৪.একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সম্পূরক অর্থটি গ্রহণ করা	৪৬
	৫. সংস্করণ বের করা	৫১
৭	কুরআনের অর্থের অনুবাদ করার মূলনীতি	৫৩
৮	কুরআনের তাফসীর করার প্রচলিত মূলনীতি ও সেগুলোর পর্যালোচনা	৫৪
৯	কুরআনের তাফসীর করার প্রকৃত মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়	৫৭
১০	কুরআনের তাফসীরের মূলনীতিগুলো সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৫৮
	১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই	
	২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো	৬০
	৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন	৬৩
	৪. কুরআনবিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা	৬৪
	৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া	৬৯

	৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের তাফসীর করার সময় আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা	৭৮
	৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত নেই	
	৮. অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক উল্লেখ ও তাফসীর না করা	৮৯
	৯. সংস্করণ বের করা	১০২
	১০.আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান	১১২
১১	কুরআন তাফসীরের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহ	১১৬
১২	কুরআন তাফসীরের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা	
	১. শানে নুযুল	
	২.আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায় বিচারক	১১৮
	৩.আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী সত্তা	১১৯
	৪. সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা	১২১
১৩	শেষ কথা	১২৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

আল কুরআন বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র নির্ভুল আসমানি তথা সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত গ্রন্থ। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্য ও বিধি-বিধান ধারণকারী গ্রন্থ। কুরআনের অর্থ বলতে বোঝায় কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থ। আর তাফসীর বলতে বোঝায় কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত রূপ। অন্যদিকে অনুবাদ হলো ভাষান্তর। এটি কুরআনের অর্থ ও তাফসীর উভয়টিরই হতে পারে। পৃথিবীতে কুরআনের অর্থ লেখকের সংখ্যা তাফসীর লেখক থেকে অনেক বেশি। আবার কুরআনের অর্থ পড়া মানুষের সংখ্যা তাফসীর পড়া মানুষ থেকেও অনেক বেশি। অর্থ ও তাফসীর দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ ভুল হলে তাফসীর অবশ্যই ভুল হবে। অন্যদিকে অর্থ জানলে কুরআনের সব জানা হয়ে যায় না। কুরআন সঠিকভাবে জানতে হলে অনেক আয়াতের তাফসীর জানা খুবই জরুরি। এটা আরব ও অনারব সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার কিছু মূলনীতি (উসূল) আছে। ঐ মূলনীতিসমূহ অনুসরণ না করলে অর্থ ও তাফসীরে ভুল হতে বাধ্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে কুরআনের অর্থ করার কোনো মূলনীতি লিখিত আকারে আমাদের নজরে আসেনি। অন্যদিকে কুরআনের তাফসীর করার যে মূলনীতি বর্তমানে আছে এবং সকল মুসলিম দেশে শেখানো হয়, সেখানে মৌলিক ভুল বিদ্যমান। তাই আল কুরআনের প্রচলিত অধিকাংশ অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থে মৌলিক ভুল আছে। আর তাই মুসলমানদের আমলেও মৌলিক ভুল পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বের মানুষের মহাকল্যাণকে সামনে রেখে আলোচ্য বইটিতে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি ও সহায়ক বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– ‘পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।’ কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ প্রকাশিত **‘আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য’** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **‘প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?’** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো−

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে− কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

যেকোনো রোগী

↓

চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করা ও প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা

↓

প্রমাণিত জ্ঞান (পরীক্ষার রিপোর্ট) দিয়ে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা এবং আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যাওয়া

↓

পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই ও অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের পর

উদাহরণ-২

❑ মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

যেকোনো লোক

↓

দারোয়ানের পরিচিত (আগে যাচাইকৃত) হলে ছেড়ে দেওয়া এবং অপরিচিত বা সন্দেহজনক হলে প্রাথমিকভাবে আটকানো

↓

মালিককে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে ঢুকতে দেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া

↓

মালিকের অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে ঢুকতে দেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ‘কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ প্রকাশিত **‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র’** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا فِى الۡاٰفَاقِ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ اَنَّهُ الۡحَقُّ ؕ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

.... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ . . . . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/ Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

একটি বাক্যের অর্থ (Meaning/معنى) বলতে বোঝায় বাক্যটির শাব্দিক অর্থ। আর তাফসীর (Explanation/ব্যাখ্যা) বলতে বোঝায় বাক্যটির বক্তব্যের বিস্তারিত রূপ। অন্যদিকে কোনো বাক্যের অনুবাদ (Translation/ترجمه/ভাষান্তর) বলতে বাক্যটির বক্তব্যের অন্য ভাষায় লেখা রূপকে বোঝায়। অনুবাদ হতে পারে অর্থ ও তাফসীর উভয়টির। তাই কুরআনের অর্থ বলতে কুরআনের শাব্দিক অর্থকে বোঝাবে। আর তাফসীর বলতে কুরআনের আয়াতের বক্তব্যের বিস্তারিত রূপকে বোঝাবে। অন্যদিকে কুরআনের অনুবাদ হলো আয়াতের বক্তব্যের অন্য ভাষায় লেখা রূপ। আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর উভয়টির অনুবাদ হতে পারে।

অর্থ বা অর্থের অনুবাদ আল কুরআনের সবকিছু নয়। কুরআন সঠিকভাবে জানতে হলে অনেক আয়াতের তাফসীর জানা প্রয়োজন। এটা আরব ও অনারব উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে 'আকিমুস সালাত' কথাটি ধরা যায়। 'আকিমুস সালাত'-এর অর্থের অনুবাদ হলো 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো'। কিন্তু 'আকিমুস সালাত' কথার শুধু এ অর্থটি জানলে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া এ মহাগুরুত্বপূর্ণ আদেশটির তেমন কিছুই জানা হবে না। এ আদেশটিতে আল্লাহ তা'য়ালা কী বলেছেন তা জানতে হলে সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির তাফসীর জানতে হবে। এটি আরব ও অনারব সকলের জন্য প্রযোজ্য। তাই কুরআনের অর্থ ও তাফসীর উভয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থে ভুল হলে তাফসীরেও ভুল হবে। আবার তাফসীর না জেনে শুধু অর্থ জানলে কুরআনের জ্ঞান অনেক মৌলিক দিক দিয়ে অপরিপূর্ণ থাকবে।

আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার কিছু মূলনীতি আছে। মূলনীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং সেগুলো ব্যবহারের যোগ্যতা না থাকলে কারো পক্ষে কুরআনের সঠিক অর্থ ও তাফসীর করা সম্ভব নয়। আবার কিছু সহায়ক বিষয় আছে যা মূলনীতিগুলো ব্যবহার করাকে সহজতর করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে কুরআনের অর্থ করার কোনো মূলনীতি লিখিত

আকারে আমাদের নজরে আসেনি। আর কুরআনের তাফসীর করার যে মূলনীতি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আছে এবং সকল মুসলিম দেশে পড়ানো হয় সেখানে মৌলিক ভুল বিদ্যমান। তাই আল কুরআনের প্রচলিত অধিকাংশ অর্থ ও তাফসীরে মৌলিক ভুল আছে। এ কারণে মুসলমানদের আমলেও মৌলিক ভুল পরিলক্ষিত হয়।

দু-একটি ছাড়া কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের মূলনীতি সামগ্রিকভাবে অভিন্ন হলেও সেগুলোর গুরুত্ব ও ব্যবহার পদ্ধতিতে ভিন্নতা আছে। তাই কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি পৃথকভাবে উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা যৌক্তিক ও জরুরি। আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর বা অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ লেখকদের জন্য অর্থ ও তাফসীরের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক।

কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, কুরআনের অর্থ করার মূলনীতিগুলো হলো–

১. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকা।

২. 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই' তথ্যটি সামনে থাকা।

৩. একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক আকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করা।

৪. একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সম্পূরক অর্থটি গ্রহণ করা।

৫. সংস্করণ বের করা।

তবে মনে রাখতে হবে– আল কুরআনের সকল অর্থ ও অর্থের অনুবাদকারীকে তাফসীরের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

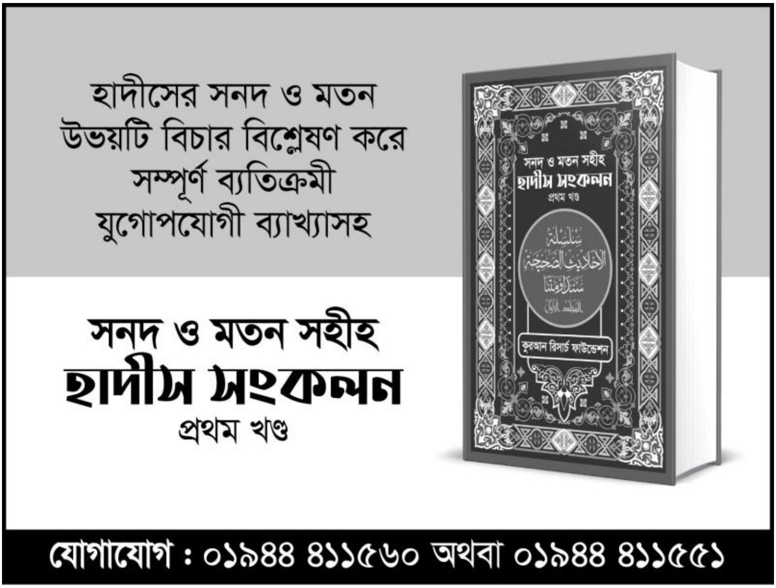

কুরআনের অর্থ করার মূলনীতিগুলো সঠিক হওয়ার প্রমাণ

এখন আমরা আল কুরআনের অর্থ করার উল্লিখিত মূলনীতিসমূহ দলিলের ভিত্তিতে জানার চেষ্টা করবো−

১. 'আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকা' কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আল কুরআন আরবী ভাষায় লেখা। অন্যদিকে যিনি কুরআনের অর্থ করবেন তাঁকে কুরআনের শব্দের কাল, ভাব, গুরুত্ব, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল আয়াতে যা আছে তা যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান না থাকলে কুরআনের সঠিক অর্থ করা সম্ভব নয়। এটি আকল/Common sense/বিবেকের অত্যন্ত সহজবোধগম্য একটি কথা। জন্মগতভাবে আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকলসম্মত কোনো মানুষের এতে দ্বিমত করার কথা নয়। আর এটি কুরআনের অর্থ বা অর্থের অনুবাদ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ১ নং মূলনীতি। তবে কুরআনের তাফসীর করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গুরুত্ব খুবই কম। অবাক হওয়ার মতো এ তথ্যটি নিয়ে তাফসীর বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

২. 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই' বিষয়টি কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল

দৃষ্টিকোণ-১

❖ **পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেওয়া সত্তা/ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ**

নিম্নের দোষ থাকা ব্যক্তি বা সত্তা পরস্পরবিরোধী কথা বলে−

১. দুষ্ট সত্তা/ব্যক্তি

এ ধরনের সত্তা/ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য আজ যে বক্তব্য দেয় কাল তার বিরোধী বক্তব্য দেয়।

২. জ্ঞানের অভাব থাকা সত্তা/ব্যক্তি

জ্ঞানের অভাবের কারণে বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়ে যায়। কারণ, বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী যে বক্তব্য দেওয়া হয় সময়ের ব্যবধানে জ্ঞান বাড়ার কারণে ঐ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়। ফলে একই বিষয়ে বিরোধী বক্তব্য দিতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আজ থেকে প্রায় ৫৩ বছর আগে আমার শিক্ষকগণ শল্যবিদ্যার (Surgery) মূলনীতি স্বরূপ আমাকে শিখিয়েছিলেন– যে যত বড়ো শল্যচিকিৎসক (Surgeon) হবে অপরেশনের সময় সে তত বড়ো করে কাটবে (Big surgeon big incission)। আর আমি আমার ছাত্রদের শিখিয়েছি– যে যত বড়ো শল্যচিকিৎসক হবে অপরেশনের সময় সে তত ছোটো করে কাটবে (Big surgeon small incission)। অর্থাৎ ৫৩ বছরের মধ্যে শল্যবিদ্যার মূলনীতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। এর কারণ ছিল জ্ঞানের অভাব।

৩. ভুলে যাওয়ার দোষ থাকা সত্তা/ব্যক্তি

ভুলে যাওয়ার কারণে আজ যে বক্তব্য দেওয়া হলো কিছুকাল পরে দেওয়া বক্তব্য তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

আল কুরআন এসেছে এমন সত্তার কাছ থেকে যিনি সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বান, যার সকল বিষয়ে তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) জ্ঞান আছে এবং তিনি ভুলে যান না। তাই আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী আল কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য না থাকার কথা।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ বর্তমান সময়ের একটি উদাহরণের দৃষ্টিকোণ

IERF (Integrated Education and Research Foundation, Dhaka, Bangladesh) 'মু'জামুল কুরআন' নামের একটি অনুবাদগ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদটির প্রথম প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগস্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদটি প্রণয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোক এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও ছিলেন। অনুবাদটিতে অবদান রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। অনুবাদটি প্রণয়নে অবদান রাখার সময়ে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর কুরআন পড়তে পারতেন না। কিন্তু অনুবাদটি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের অন্য একটি বাংলা অনুবাদ তার ২০-২৫ বার খতম দেওয়া ছিল। সম্পাদনায় অবদান রাখার

ভিত্তিতে অনুবাদটির প্রথম প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদে তাকে ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে। অনুবাদে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে বলেছেন, অনুবাদে অবদান রাখার কারণে তার নামটি ১ম অবস্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু কুরআন পড়তে পারেন না বলে তার নামটি ২য় অবস্থানে রাখা হয়।

প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদটি প্রণয়নে অবদান রেখেছিলেন তা হলো– সম্পাদনা পরিষদ যখন কোনো একটি আয়াতের অনুবাদ লিখতো তখন তিনি বলতেন আয়াতটির এ অনুবাদ সঠিক নয়। তবে অনুবাদটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অনুবাদ অমুক সুরার অমুক আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন যাচাই করে দেখে তার কথা সঠিক। সম্পাদনা পরিষদ তখন অনুবাদটি পরিবর্তন করে লেখে।

কুরআন পড়তে না পারা তথা আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কোনো জ্ঞান না থাকা প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর এ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন শুধু একটি তথ্য জানার কারণে। আর সেটি হলো– আল কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

♣♣ ১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই' তথ্যটি কুরআনের অর্থ করার একটি মূলনীতি।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا .

... ... অথচ এটি (কুরআন) যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক পরস্পর বিরোধিতা (পরস্পরবিরোধী বক্তব্য) পেতো। (সুরা আন নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কাছ থেকে আসলে কুরআনে অনেক পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেত। অর্থাৎ এ তথ্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

তথ্য-২

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ .

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য তথ্যসহ কিতাবটি (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আর নিশ্চয় যারা কিতাবটির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য থেকে) অনেক দূরে চলে গেছে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৬)

ব্যাখ্যা : নিশ্চয়তাসহ বলা আয়াতটির একটি বক্তব্য হলো– যারা কুরআনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য আবিষ্কার করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চয়তাসহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।

তথ্য-৩

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ... ... ...

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব যা সাদৃশ্যপূর্ণ (সম্পূরক/বিরোধী নয়) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআনের বক্তব্য একটি অন্যটির পরিপূরক/ব্যাখ্যা। বিরোধী নয়।

♣♣ ১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য/তথ্য নেই।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ) قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ

حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম। তাই তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তারা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। **বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এটির যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল দিয়ে বুঝতে পারো না (হৃদয়ঙ্গম হয় না), তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– কুরআনের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রকাশ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। পরস্পরের সত্যতা প্রকাশ করা দুটি অংশ কখনো বিরোধী হয় না, সম্পূরক বা পরিপূরক হয়। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, আল কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। অতএব এটির (কুরআন) যা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেকসম্মত হয়) তা পালন করো। আর যা তোমাদের আকলে বুঝে আসে না সেটি যিনি জানেন (মনীষী/বিশেষজ্ঞ/আকাবের) তার ওপর ছেড়ে দাও।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- ♦ হাদীসটির সনদ মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ সন্দেহ ও পরস্পর বিরোধিতা উভয়টি সঠিক। পরস্পরবিরোধী কথা মানুষকে সন্দেহে ফেলে দেয়। আবার কোনো প্রকৃত মু'মিন কুরআনে সন্দেহ করে না। কিন্তু কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য (নাসিখ ও মানসুখ) আছে এ কথা বর্তমানকালের প্রায় সকল অর্থ ও তাফসীরকারী ইসলামের কথা হিসেবে জানে ও বিশ্বাস করে। তাই হাদীসটির الْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ধরাটাই অধিক যৌক্তিক ও ফলদায়ক হবে।

হাদীসটির সরাসরি বক্তব্য হলো– কুরআনে পরস্পরবিরোধী কথা আছে বলা বা বিশ্বাস করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ। আবার বিষয়টির ক্ষতির আধিক্য বোঝানোর জন্য হাদীসটিতে রসুল স. 'কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা

আছে বলা কুফরী’ কথাটি তিনবার বলেছেন। এ ক্ষতির প্রধান দুটি কারণ হলো–

ক. পরোক্ষভাবে হলেও মহান আল্লাহর মর্যাদাকে খাটো করা হয়। কারণ পরস্পরবিরোধী কথা বলে দুষ্ট, জ্ঞানের অভাব বা ভুলে যাওয়ার দুর্বলতা থাকা সত্তা বা ব্যক্তি।

খ. কুরআনের অনেক মৌলিক বিষয়ে ভুল শিক্ষা প্রচার পাওয়া।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِي ... ...عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: أَنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

ইমাম আন নাসাঈ রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবন সাঈদ রা. থেকে শুনে তাঁর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা আছে বলা কুফরী।

- ♦ নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৮০৯৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২নং হাদীসটির অনুরূপ।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়– আল কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো আয়াত বা বক্তব্য নেই।

মূলনীতিটির ব্যবহার পদ্ধতি : মহান আল্লাহ কুরআনের মূল শব্দগুলো (Key words) এমনভাবে বাছাই করেছেন যে তার অনেকগুলো অর্থ হয়। যথাযথ অর্থটি বাছাই করতে পারলে আয়াতের অর্থ পরস্পরবিরোধী হবে না। তাই আল কুরআনের অর্থ বা অর্থের অনুবাদ লেখার সময় যদি দেখা যায়– একটি শব্দের আপাত অর্থের কারণে দুটি আয়াতের অর্থ পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে তখন আরবী অভিধানে ঐ শব্দটির অন্য কী অর্থ লেখা আছে তা পর্যালোচনা করতে হবে। এরপর যে অর্থটি নিলে আয়াতসমূহের বক্তব্য বিরোধী না হয়ে সম্পূরক হবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য শর্তটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– কুরআনের একটি শব্দ অন্য একটি শব্দের পাহারাদার (Guard)। অর্থাৎ একটি শব্দ অপর একটি শব্দের ভুল অর্থ করাকে প্রতিরোধ করে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আয়াত রহিতকরণ (নাসিখ-মানসুখ) কুরআন তাফসীরের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতকে রহিত করতে হলে আয়াত দুটির বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হতে হবে। তাই বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু থাকা কথা হলো কুরআনে পরস্পরবিরোধী আয়াত বা তথ্য আছে। প্রচলিত এ মূলনীতির কারণে কুরআনের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করাকে প্রতিরোধ করার জন্য মহান আল্লাহ যে পাহারাদার (Guard) দিয়েছিলেন তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি বর্তমানের অধিকাংশ অর্থ, অর্থের অনুবাদ ও তাফসীরে মৌলিক ভুল থাকার প্রধান কারণ। নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে কথাটি কি সঠিক?' (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটিতে।

৩. 'একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক আকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করা' কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

যুক্তি-১

♦ উৎস অভিন্ন হওয়া

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক অভিন্ন উৎস আল্লাহ থেকে আসা। তাই এ তিনটির মধ্যে অমিলের তুলনায় মিল অনেক বেশি হওয়া স্বাভাবিক। আর তাই সহজে বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় আকলের সম্পূরক অর্থটি গ্রহণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক গ্রহণ করা হবে। কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের উৎস অভিন্ন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৪২) নামক বইটিতে।

এ বিষয়ে ২টি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

❖ ডাকাত ধরার জন্য পুলিশের টি.আই প্যারেড (Test of identification parade)

ডাকাত ধরার জন্য পুলিশ প্রশাসন যে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে সে এলাকায় যারা সাধারণত ডাকাতি করে তাদের ধরে এনে লাইনে দাঁড় করায়। এরপর ডাকাতি হওয়া বাড়ির সদস্যদেরকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে তাদের বাড়িতে ডাকাতি করা ব্যক্তিদের কেউ থাকলে তাকে শনাক্ত করতে

বলে। এটি করা হয় এ জন্য যে– যারা সাধারণত ডাকাতি করে তাদের মধ্যে প্রকৃত ডাকাত খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

উদাহরণ-২

❖ চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

চিকিৎসাবিজ্ঞানে উপসর্গের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করা হয়। রোগীর শরীরে থাকা উপসর্গসমূহের সাথে কয়েকটি রোগের মিল থাকলে যে রোগটি ঐ এলাকায় সবচেয়ে বেশি তার নাম প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সবচেয়ে ওপরে রাখা হয়। কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে রোগটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত (Final diagnosis) হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলাকায় থাকা (Commonest) রোগটিই বেশি হয়।

যুক্তি-২

❖ অপরিসীম গুরুত্ব পাওয়া

কুরআন ও সুন্নাহ আকল/Common sense/বিবেককে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ উৎস তিনটির মধ্যে অমিলের তুলনায় মিল অনেক বেশি। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় আকলের সম্পূরক অর্থটি গ্রহণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে অর্থ সঠিক হবে।

আকল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের অনেক তথ্যের কয়েকটি–

তথ্য-১

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা আকলকে কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যারা বিভিন্ন কাজ বিশেষ করে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্য আকলকে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিশ্চয়তাসহ নিকৃষ্টতম জীব বলা হয়েছে। আল্লাহ যাকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন তার জীবন অবশ্যই শতভাগ ব্যর্থ। কেন আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ধরনের ব্যক্তিদের নিকৃষ্টতম জন্তু বলেছেন তা আমাদের গভীরভাবে বোঝা দরকার।

গোখরা সাপ একটি হিংস্র জীব। তবে একটি গোখরা সাপ বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে না। একজন, দুইজন বা তিনজন মানুষকে কামড়ালেই

সাপটি ধরা পড়ে যাবে এবং মানুষ তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু একজন মানুষ যে আকলকে ব্যবহার করে না সে অসংখ্য মানুষ এমনকি একটি জাতিকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করার জন্য মানুষকে নিকৃষ্ট জীবের খেতাব পেতে হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-২

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ তাদের অধিকাংশই জাহিলিভাবে চলা ব্যক্তি।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : জাহিলিভাবে চলার অর্থ আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার না করে চলা। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা হলো আল্লাহর আগে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বাস্তবায়িত হওয়া ইচ্ছা। তাই আয়াতটিতে বলা হয়েছে– যারা আকলকে ব্যবহার করে না, ফেরেশতারা হাজির হলে, মৃতরা কথা বললে বা সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হলেও তারা ঈমান আনতে পারবে না। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করলে মানুষ ঈমান আনতে পারে না সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৩

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ. وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

ক্রোধে তা (জাহান্নাম) যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো দল উপস্থিত হবে রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে– কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে, সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। বরং তোমরাই বিরাট ভুলের মধ্যে আছ। অতঃপর তারা বলবে– হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর

বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতো না।

(সুরা আল মুল্ক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা দুনিয়াতে কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী তথা কাফির ছিল। পরকালে কাফির ব্যক্তিরা অনুশোচনা করে যা বলবে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলবে– পৃথিবীতে নবী-রসুলগণ তাদেরকে যা বলেছিল (কুরআন ও সুন্নাহর যে দাওয়াত দিয়েছিল) সেটি যদি তারা মনোযোগসহ শুনতো **অথবা** আকলকে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। কাফিরদের Common sense অনেক অবদমিত। ঐ অবদমিত Common sense যথাযথভাবে ব্যবহার করলেও কাফিরদের জাহান্নামে যেতে হতো না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় হবে।

♣♣ তাহলে ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ‘একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক আকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করা’ বিষয়টি কুরআনের অর্থ করার একটি মূলনীতি হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا. فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا. قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا. وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا.

আর শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি সেটাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেটাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে সেটাকে (মনকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে সেটাকে (মনকে) অবদমিত করবে। (সুরা আশ শামস/৯১ : ৭-১০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

‘শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি সেটাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন’ অংশের ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ যেটির শপথ করেন তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই মনের শপথ করার মাধ্যমে আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের মন তথা মনে থাকা বিষয়গুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

‘অতঃপর তাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)’ অংশের ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে ‘ইলহাম’ নামক অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী একটি জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। মানুষের মনে থাকা ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। মানুষের জন্মের সময়ের আকল হলো বুনিয়াদি আকল। আর জন্মের সময় আকলে থাকা জ্ঞান (কম্পিউটারের ভাষায় Memory) হলো বুনিয়াদি জ্ঞান।

‘অবশ্যই সে সফল হবে যে সেটাকে (মনকে) উৎকর্ষিত করবে’ অংশের ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি মন তথা মনে থাকা বুনিয়াদি আকলকে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। এ সফলতার প্রধানতম কারণ হলো– আকল উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। ফলে তার জীবন পরিচালনাও সঠিক হবে। আকল উৎকর্ষিত করার উপায় হলো– সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যেকোনো সত্য জ্ঞান আকলে যুক্ত করা। উৎকর্ষিত আকলকে আরবীতে বলা হয় **‘আকলে সালিম’।**

‘অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে সেটাকে (মনকে) অবদমিত করবে’ অংশের ব্যাখ্যা– যে ব্যক্তি মন তথা মনে থাকা আকলকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। এ ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ হলো– ঐ ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে না পারা। ফলে তার জীবন পরিচালনাও ব্যর্থ হবে। Common sense অবদমিত হয় কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী জ্ঞান তথা যেকোনো মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে।

আয়াত চারটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– আল কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত আকলসম্মত অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য-২

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মনসম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কানসম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি?' অংশের ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের বর্ণনাভঙ্গি তিরস্কারের। তাই আয়াতাংশে পৃথিবী ভ্রমণ না করলে তিরস্কার করা হয়েছে। যে কাজটি না করলে আল্লাহর কাছে তিরস্কৃত হতে হবে সেটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

'তাহলে তারা এমন মনসম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কানসম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো' অংশের ব্যাখ্যা : পৃথিবী ভ্রমণ করলে এমন মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেকসম্পন্ন হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। এর কারণ আয়াতের পরের অংশে জানানো হয়েছে।

'প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশে পৃথিবী ভ্রমণ করলে কীভাবে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায় তার সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see।

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

রোগের লক্ষণ (Symtoms & sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। এ চিরসত্য কথাটি সকল চিকিৎসক জানে।

উদাহরণ-২

আপেল দেখিয়ে ফলটির নাম শেখানোর আগ পর্যন্ত শিশুরা আপেলের নাম বলতে পারে না। কারণ দেখানো ফলটির নাম তার ব্রেইনে আগে থেকে নেই।

পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের ভাষা, আকার-আকৃতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা, অর্থনীতি, বাড়িঘর, ব্যাবসা-বাণিজ্য, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন বিষয় দেখা, শোনা বা জানার মাধ্যমে মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা আকল/Common

sense/বিবেক উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত আকল দিয়ে মানুষ কুরআন (ও হাদীস) পড়ে বা শুনে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

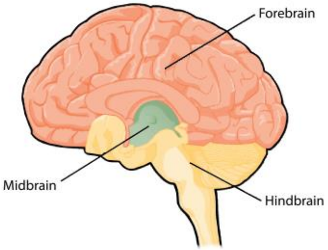

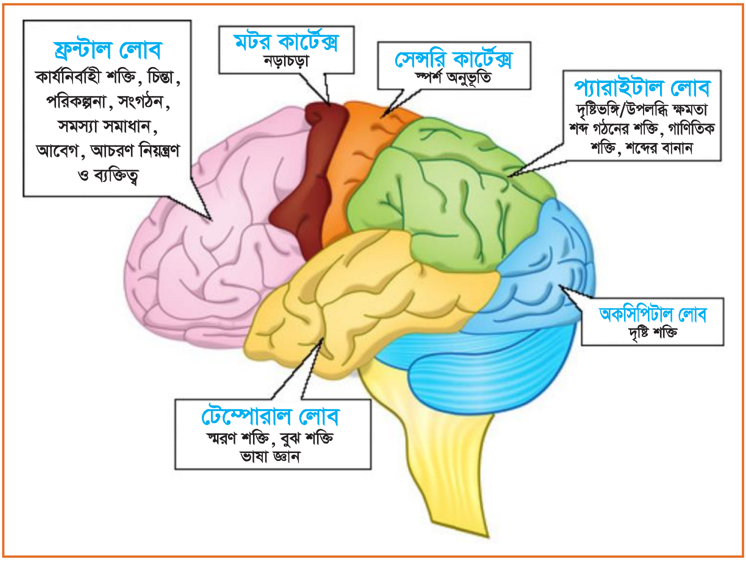

বর্তমানে আকলকে উৎকর্ষিত করার উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া।
- Geographic channel দেখা।
- Discovery channel দেখা।

আয়াতটির ভিত্তিতেও তাই বলা যায়– আল কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় উৎর্ষিত আকলসম্মত অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য-৩

... ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.

... ... আর যারা আকলকে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– যারা কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করাসহ যেকোনো কাজে আকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাদের ওপর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অকল্যাণ/ভুল চেপে বসে। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত আকল (আকলে সালিম) সম্মত অর্থটি গ্রহণ না করলে ভুল অর্থ গ্রহণ করা হবে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় যে অর্থটি বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত আকলের সম্পূরক সেটিই গ্রহণ করতে হবে।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কান কাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আরবি অভিধান অনুযায়ী ফিতরাত শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো–

১. স্ব-জ্ঞান (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান)।
২. নৈসর্গিক জ্ঞান (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)।
৩. প্রকৃতি (সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া বিষয়সমূহ)।

তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– প্রত্যেক মানবশিশু আল্লাহ প্রদত্ত ভান্ডারসহ জ্ঞানের একটি উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানের এ উৎসটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক। এরপর তার মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ তাকে ভুল জ্ঞান শিখিয়ে অন্য ধর্মে নিয়ে যায়। অর্থাৎ বুনিয়াদি আকল অবদমিত হওয়ার কারণে মানুষ অন্য ধর্মে চলে যায়।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত আকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করতে হবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، ....

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলি যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। ... ...

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'মানুষ খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশে রৌপ্য ও স্বর্ণের উদাহরণের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য মানবসভ্যতাকে জানিয়ে দিয়েছেন। খনি থেকে তোলার পর থেকেই রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে। খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। আবার অলংকার তৈরি

করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। তবে রৌপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি হয়।

মানুষের খনি হলো মায়ের পেট (পেটে থাকা জরায়ু)। ছবি দেখুন–

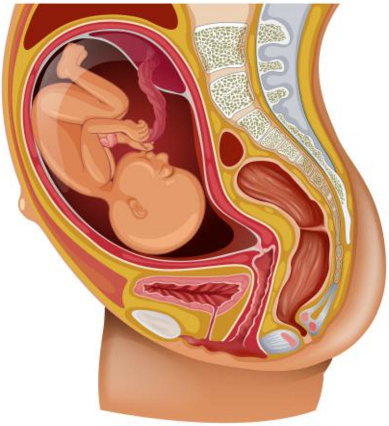

তাই মর্যাদার পার্থক্য নিয়েই মানুষ মায়ের পেট (খনি) থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি এ পার্থক্যের কারণ নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল। যে অধিক শক্তিশালী আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম থেকেই বেশি মর্যাদাশীল। আর যে কম শক্তিশালী আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম থেকেই কম মর্যাদাশীল।

'জাহিলি যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে, যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের ব্যাখ্যা হলো–

১. জাহিলি সমাজের যে ব্যক্তি ঐ সমাজের সাধারণ সত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে তার বুনিয়াদি আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং তা ব্যবহার করে চলে সে জাহিলি সমাজে উত্তম/মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

২. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান (সত্য জ্ঞান) দিয়ে তার বুনিয়াদি আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে ইসলামী সমাজেও সে অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

হাদীসটির সার্বিক শিক্ষা–

১. জ্ঞানের উৎস আকলের শক্তির ভিত্তিতে মানুষ জন্মগতভাবে অধিক ও কম মর্যাদাশীল বলে গণ্য হয়।

২. শক্তিশালী আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি যদি জাহিলি সমাজের সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সত্য জ্ঞান দিয়ে তার আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং তা ব্যবহার করে চলে তবে সে জাহিলি সমাজে অধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।
৩. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান দিয়ে তার আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং তা ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। কারণ, ঐ ব্যক্তি তার অধিক শক্তিশালী আকল দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ অন্যের তুলনায় অধিক সঠিকভাবে বুঝতে পারবে।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় উৎকর্ষিত আকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করলে অর্থটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وأَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ ، وَأَبْشَارُكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ ، وَأَبْشَارُكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ.

ইমাম আহমাদ রহ. আবু হুমাইদ রা. ও আবু উসাইদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু 'আমির রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুমাইদ রা. ও আবু উসাইদ রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহণ করার) কাছাকাছি, তখন জেনে নেবে যে– তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক কাছে (সেটি আমার হাদীস)।

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো, তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যেটি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি অস্বস্তি বোধ করে এবং দেখতে পাও

সেটি (গ্রহণ করা) থেকে তোমরা দূরে, তখন জেনে নেবে যে– আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬১০২।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মানুষের মনে থাকা ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিটি হলো আকল/Common sense/বিবেক। তাই হাদীসটি অনুযায়ী উৎকর্ষিত আকলের (আকলে সালিম) রায়ের গুরুত্ব রসুল স.-এর হাদীসের রায়ের সমান। আর তাই হাদীসটি অনুযায়ী বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় যে অর্থটি বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত আকলসম্মত সেটিই গ্রহণ করতে হবে।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِي ... ... قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

ইমাম দারেমী রহ. শা'বী রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– শা'বী রহ. বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দুটি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো– আকল (Common sense) ও সাধনা (Dedication)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকলসম্পন্ন নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকলসম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দুটি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– তাবে'য়ী যুগের মানুষেরা আকল/ Common sense/বিবেক ও সাধনার মাধ্যমে কুরআনের অর্থ (ও তাফসীর) বুঝতেন। তাই অত্র হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ (ও তাফসীর) করার সময় অকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করতে হবে।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، ... ... قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُوَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، قَالَ: دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ওয়াবেসা রা-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াবেসা রা. বলেন– আমি রসুল স.-এর কাছে আসলাম। ভালো-মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসুল স.-কে করতাম। তখন রসুল স.-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেছা! রসুল স.-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসুল স.-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসুল স. দুইবার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে

ওয়াবেসা”! এরপর রসুল স. বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম, বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসুল স. বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার সম্মুখ তথা কপালে) মারলেন এবং বললেন, তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো– যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের সম্মুখ অংশে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক যেটিতে সায় দেয় সেটি সঠিক এবং যেটিতে সায় দেয় না সেটি ভুল। হাদীসটি থেকে আরো জানা যায়– মনে থাকা আকলের রায়ের বিপরীত কথা কোনো বড়ো ব্যক্তি বললেও যাচাই ছাড়া সেটি মানা যাবে না।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– একাধিক অর্থবোধক শব্দ ধারণকারী আয়াতের অর্থ করার সময় অকলসম্মত অর্থটি গ্রহণ করলে সেটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

৪. ‘একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সম্পূরক অর্থটি গ্রহণ করা’ বিষয়টি কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল

দৃষ্টিকোণ-১

♦ **অভিন্ন প্রণয়নকারীর দৃষ্টিকোণ।**

বিজ্ঞানের সূত্রগুলো প্রণয়ন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। বিজ্ঞানীরা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন (Discover) করেছে মাত্র। তাই বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য

অভিন্ন হবে। সুতরাং কুরআনের আয়াতে থাকা একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নেওয়াই আকলসম্মত হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

দৃষ্টিকোণ-২

- ♦ **কুরআন বোঝানোর জন্য আল্লাহর বিজ্ঞানের উদাহরণ ব্যবহার করার দৃষ্টিকোণ**

কুরআনকে ব্যাখ্যা করা বা বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ বিজ্ঞানের অসংখ্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– কুরআনের আয়াতের একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নেওয়াই আকলসম্মত হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ .

শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।

(সুরা ইয়াসীন/৩৬ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে কুরআনকে বিজ্ঞানময় কিতাব বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের তথ্যের সাথে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনের আয়াতের একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নেওয়াই আকল/ Common sense/বিবেকসম্মত হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

তথ্য-২

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে? (সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে কুরআন নিয়ে গবেষণা না করার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। এ ধরনের আরো আয়াত আছে যেখানে কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে অথবা গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। এ গবেষণার জন্য কোনো বিষয়, কাল বা ব্যক্তি নির্ধারণ করা হয়নি। তাই বলা যায়– কুরআনের বিজ্ঞানসহ সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা না করলে আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে। আর তাই আয়াতটির দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– কুরআনের আয়াতের একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নিতে হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

তথ্য-৩

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য) সত্য ... ...

(সুরা হা মিম আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ, অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। অর্থাৎ মানবশরীরের বাইরের পৃথিবী। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানো কথাটির অর্থ হলো– গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর মানুষের দেখতে পাওয়া।

তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবী এবং মানবশরীরের মধ্যকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। আর তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– সঠিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে।

তাই আলোচ্য আয়াতটি অনুযায়ীও কুরআনের আয়াতে থাকা একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নিতে হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

তথ্য-৪

... ... وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

... ... আর উলুল আলবাব ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট) শিক্ষালাভ করে না।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– শুধুমাত্র উলুল আলবাব কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করে।

তথ্য-৫

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ . الَّذِيْنَ
يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিনরাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যারা (উলুল আলবাব) দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে আল্লাহর যিক্‌র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, (আর বলে) হে আমাদের রব! আপনি একে (বিশ্বসমূহের কোনো কিছু) বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র (মুক্ত), অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯০-১৯১)

ব্যাখ্যা : ১৯১ নং আয়াতে উলুল আলবাবের বৈশিষ্ট্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বৈশিষ্ট্য হলো–

১. দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে আল্লাহর যিক্‌র করা তথা সর্বাবস্থায় কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ ও অনুসরণ করা। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিম।

২. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানী।

তাই উলুল আলবাব হলেন প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। আলোচ্য আয়াত তিনটির ভিত্তিতেও বলা যায়– আল কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন শুধুমাত্র প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

অতএব, আলোচ্য আয়াত তিনটির ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআনের আয়াতের একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নিতে হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ...عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

ইমাম বায়হাকী রহ. আনাস ইবনে মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। কেননা, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

♦ বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং ১৬৬৩।

- হাদীসটির শেষাংশের 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ' বক্তব্য সকল মুহাদ্দিসের মতে সনদগতভাবে সহীহ। তবে প্রথমাংশের সনদের শুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআন বিশেষ করে সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াত, অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকল/Common sense/বিবেকের সমার্থক ও সম্পূরক।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো' অংশের ব্যাখ্যা– মুসলিমদের জ্ঞান শেখার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেশে এমনকি প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে হবে।

'কেননা, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে বলার কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণ হলো– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজ)।

ঐ সময়ে চীন বা অন্যদেশে ইসলামী জ্ঞান ছিল না। আর আচার-ব্যবহার শেখার জন্য রসুল স.-কে রেখে অন্যদেশে যেতে বলার প্রশ্নই আসে না। চীন ঐ সময় বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করা মুসলিমদের জন্য ফরজ এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শেখার জন্য দরকার হলে মুসলিমদের পৃথিবীর যেকোনো দেশে যেতে হবে।

তাই হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতের একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নিতে হবে যেটি সঠিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

হাদীস-২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْاِنْسَانُ رَبَّه قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغ

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসুল স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চেনবে? রসুল স. বললেন, যখন সে তার নিজেকে চেনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

- আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ. ১৮২

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কেউ কেউ সনদের দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হাদীসটিতে রসুল স. বলেছেন– যে নিজেকে চেনবে সে তার রবকে চেনবে। রবকে চেনার মূল বিষয় হলো কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথায় থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে মানব শারীরবিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভর করে। তাই হাদীসটি অনুযায়ী– মানব শারীরবিজ্ঞানের সঠিক তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অভিন্ন হবে।

তাই হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের মানব শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতের একাধিক অর্থবোধক শব্দের সে অর্থটি নিতে হবে যেটি সঠিক মানব শারীরবিজ্ঞান সমর্থন করে।

৫. 'সংস্করণ বের করা' কুরআনের অর্থ ও অর্থের অনুবাদগ্রন্থের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

মূলনীতিটি কুরআনের তাফসীর গ্রন্থের ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থ ও অর্থের অনুবাদগ্রন্থের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কারণ, অর্থ ও অর্থের অনুবাদগ্রন্থে মূলনীতিটি প্রয়োগ না করলে ঐ গ্রন্থ পড়ে কুরআন মহান আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হবে এবং শত্রুদের কুরআনবিরোধী প্রচারণা চালানো সহজ হবে। মূলনীতিটির বিষয়ে আকল, কুরআন ও হাদীসের দলিলগুলো তাফসীর করার মূলনীতি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে অর্থ ও অর্থের অনুবাদগ্রন্থের ব্যাপারে মূলনীতিটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো।

উদাহরণ-১

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক থেকে।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ২)

অতীতের সকল এবং বর্তমানের অধিকাংশ অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থে আয়াতটির অর্থ লেখা হয়েছে 'যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। কিন্তু আধুনিক মানব শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, মানুষ জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়নি। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের শুক্র (Sperm) ও মহিলার ডিম্ব (Ovum) মিলিত হয়ে। তাই আগের গ্রন্থে থাকা আয়াতটির অর্থ বা অনুবাদ দেখলে যেকোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রের কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস দুর্বল হবে। অন্যদিকে অর্থটি দেখে ইসলামের শত্রুরা কুরআনবিরোধী প্রচারণা করার সুযোগ পাবে।

'আলাক' শব্দটির প্রধান দুটি অর্থ হলো– জমাট বাঁধা রক্ত ও কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু। আধুনিক মানব শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী ভ্রূণ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে। ছটি দেখুন–

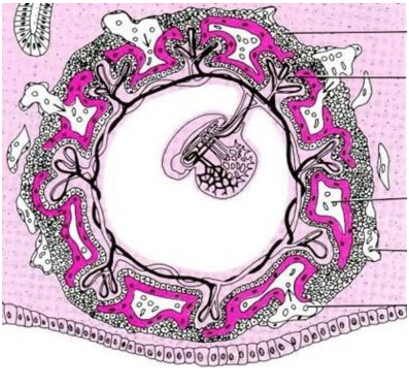

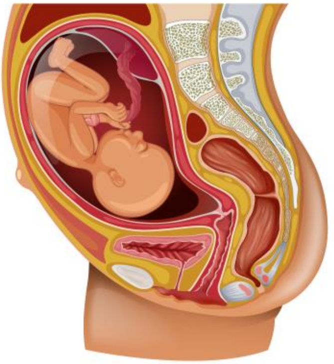

তাই আয়াতটির অর্থ লিখতে হবে 'যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে'। এ অর্থ দেখলে যেকোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রের কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস শক্তিশালী হবে এবং কুরআন যে আল্লাহর গ্রন্থ সেটি প্রমাণিত হবে। কারণ, যে সময় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে মানবসভ্যতার এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না।

তাই কুরআনের যে সকল অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থের আলোচ্য আয়াতটির অর্থ জমাট বাঁধা রক্ত লেখা আছে, প্রকৃত অর্থটি সংযোজন করে সেগুলোর নতুন সংস্করণ অবশ্যই বের করতে হবে।

উদাহরণ-২

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۔

সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমার জন্য আমার সদরকে প্রশস্ত করে দেন। (সুরা ত্ব-হা/২০ : ২৫)

অতীতের সকল এবং বর্তমানের অধিকাংশ অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থে আয়াতটির অর্থ লেখা হয়েছে 'সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন'। আর আয়াতটির 'হে আমার রব! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন' অংশ বর্তমান মুসলিমদের জনপ্রিয় একটি দোয়া। কিন্তু আধুনিক মানব শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, বক্ষ প্রশস্ত হওয়া এক কঠিন রোগ। তাই মহান আল্লাহ যদি মুসলিমদের প্রচলিত অর্থের এ দোয়া কবুল করতেন তবে দোয়াকারীদের সকলকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হতো।

'সদর' শব্দটির প্রধান দুটি অর্থ হলো বক্ষ ও সম্মুখ। মানুষের মন থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। তাই আয়াতটির অর্থ লিখতে হবে 'সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমার জন্য আমার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) প্রশস্ত করে দেন'। অর্থাৎ আমাকে বড়ো মনের মানুষ বানিয়ে দিন।

তাই কুরআনের যে সকল অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ 'সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন' লেখা আছে, প্রকৃত অর্থটি সংযোজন করে সেগুলোর নতুন সংস্করণ অবশ্যই বের করতে হবে।

কুরআনের অর্থের অনুবাদ করার মূলনীতি

কুরআনের অর্থের অনুবাদ হলো কুরআনের অর্থের ভাষান্তর। তাই কুরআনের অর্থের অনুবাদ করার মূলনীতিতে কুরআনের অর্থ করার ওপরে উল্লিখিত মূলনীতি চারটির সাথে যুক্ত হবে অনুবাদ করতে যাওয়া ভাষার ভালো জ্ঞান। এটি না হলে অনুবাদক ভিন্ন ভাষার সঠিক শব্দটি বাছাই করতে ব্যর্থ হবেন। আবার তার বাক্য গঠন ও উপস্থাপনও যথাযথ হবে না। ফলে পাঠক আয়াতের যথাযথ অনুবাদ ও শিক্ষা থেকে মাহরুম হবে।

কুরআনের তাফসীর করার প্রচলিত মূলনীতি ও সেগুলোর পর্যালোচনা

চলুন বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ থাকা আল কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার প্রচলিত মূলনীতিগুলো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক–

সূত্র-১

কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা ও আল মিলাল ওয়ান নিহাল

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. ইমাম বাগাবী রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর **একটিও** কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের **তাকলীদ** করা ছাড়া অন্য পথ নেই–

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান, ২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান, ৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা, ৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা, ৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসুল স.-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দিয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা, ৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া, ৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষভাবে ভূষিত হয়ে অত্যধিক স্মরণশক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, ৮. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়াসমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

[১. *কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০ (উসূলুল বাযদুভী)*, ২. *উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬*, ৩. *আল মিলাল ওয়ান নিহাল-১/২০০*, মিশরী ছাপা]

পর্যালোচনা : তাকলীদ অর্থ অন্ধ-অনুসরণ। তাই আলোচ্য সূত্রে উল্লিখিত বক্তব্যের শিক্ষা হলো– যার মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম আছে তার নিজে কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা অন্যের করা অর্থ বা ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করা থেকেও দূরে থাকতে হবে। নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত ৮টি দৃষ্টিকোণের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়।

সূত্র-২

মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

গ্রন্থটিতে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হিসেবে ১৫টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো−

১. সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া, ২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া, ৩. ইলমুত তাওহীদ জানা, ৪. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দিয়ে করা, ৫. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনে না পাওয়া গেলে রসুলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ৬. কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে সাহাবা রা.-এর বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ৭. কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা রা.-এর বক্তব্য না পাওয়া গেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দিয়ে তাফসীর করা, ৮. আরবী ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হওয়া, ৯. ইসলামী আইনতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১০. শানে নুযুল জানা, ১১. নাসিখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১২. মুহকামাত-মুতাশাহিবাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১৩. ইলমুল কিরাআত জানা, ১৪. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা ও ১৫. একই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলে একটির ওপর অন্যটির অগ্রাধিকার দেওয়ার জ্ঞান থাকা তথা একাধিক অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা।

[মান্না আল-ক্বাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৩৪০।]

পর্যালোচনা : আলোচ্য সূত্রে উল্লিখিত ১৫টি বিষয়কে কুরআন ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতি বলা হয়েছে। নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত ১৫টি দৃষ্টিকোণের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত ১৫টি বিষয়ের জ্ঞান বা যোগ্যতা ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই।

সূত্র-৩

আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন

ইমাম আস-সূয়ূতী রহ.-এর মতে, তাফসীরের শর্ত নিম্নরূপ−

১. সহীহ আকীদা, ২. সহীহ নিয়্যত, ৩. নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির ধারণা, ৪. আরবী ভাষার জ্ঞান ও শৈলী, ৫. শানে নুযুল, ৬. কুরআনের একত্রায়ন ও তারতীব, ৭. মাক্কী মাদানী সুরা, ৮. নাসিখ-মানসুখ, ৯. মুহকাম-মুতাশাবিহ, ১০. উসূলে হাদীসের জ্ঞান, ১১. উসূলে ফিকহের জ্ঞান ইত্যাদি।

[আস-সুয়ূতী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন* (মিশর : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০০-৩০০]

সূত্র-৪

মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর

আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী রহ.-এর মতে, তাফসীরের শর্ত নিম্নরূপ–

১. আরবী ভাষা– ইলমুন নাহু, ইলমুস সরফ, ইলমুল ইশতিক্বাক, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল কিরাআত, ২. উসুলুদ্দীন– কুরআনের আয়াত থেকে হালাল হারাম বের করার যোগ্যতা, ৩. উসূলুল ফিকহ, ৪. শানে নযুল ও ক্বাসাস, ৫. নাসিখ-মানসুখ, ৬. হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের ইমাম হওয়া, ৭. আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, ৮. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা, ৯. আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ইত্যাদি।

[আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী, *মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর*, পৃ. ৫-৭।]

প্রচলিত মূলনীতিগুলোর পর্যালোচনা : নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত সবগুলো মূলনীতির জ্ঞান ও ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের জ্ঞান ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার মতো কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া–

- মূলনীতিগুলোর কয়েকটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত মূলনীতির সরাসরি বিপরীত (পরে আসছে)।
- কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লিখিত মূলনীতির কয়েকটি প্রচলিত মূলনীতিগুলোর মধ্যে নেই।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

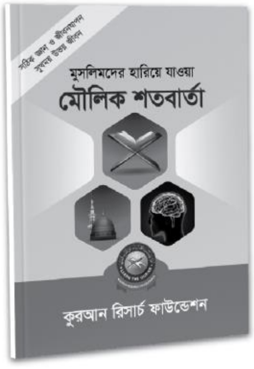

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআনের তাফসীর করার প্রকৃত মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়

মূলনীতিসমূহ

আমাদের গবেষণা মতে, কুরআন তাফসীরের প্রকৃত মূলনীতি নিম্নের ১০টি–

১. 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটি সামনে থাকা।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' বিষয়টি মনে রাখা।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয় উল্লেখ ও তাফসীর না করা।

৯. কয়েক বছর পরপর সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

কুরআন তাফসীরের সহায়ক বিষয়সমূহ

১. শানে নুযুলের জ্ঞান।

২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায় বিচারক' তথ্যটি মনে রাখা।

৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি মনে রাখা।

৪. সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা।

কুরআনের তাফসীরের মূলনীতিগুলো সঠিক হওয়ার প্রমাণ

এখন কুরআন তাফসীরের উল্লিখিত মূলনীতিগুলো সঠিক হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও আকল/Common sense/বিবেকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণের চেষ্টা করা হবে।

১. 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

এটি কুরআন তাফসীরের (ব্যাখ্যা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ১ নং মূলনীতি। এ মূলনীতিটি কুরআনের আয়াতের ভুল তাফসীর, অর্থ এবং অনুবাদ প্রতিরোধ করে। আলোচ্য মূলনীতিটির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও আকলের দলিল কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কুরআন তাফসীরের ১ নং মূলনীতিটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু নেই! অন্যদিকে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু থাকা কুরআন তাফসীরের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি হলো নাসিখ-মানসুখ। অর্থাৎ কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত আছে। একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতকে রহিত করতে হলে আয়াত দুটির বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হতে হবে। তাই প্রচলিত নাসিখ-মানসুখতত্ত্ব অনুযায়ী কুরআনে পরস্পরবিরোধী আয়াত আছে। ফলে মহান আল্লাহ কুরআনের ভুল তাফসীর, অর্থ এবং অনুবাদ প্রতিরোধ করার যে অপূর্ব ব্যবস্থা দিয়েছেন তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ অনেক পরস্পরবিরোধী কথা মুসলিম সমাজে ইসলামের শিক্ষা হিসেবে চালু আছে। ঐ কথাগুলো মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ। নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?** (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটিতে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কয়েকটি পরস্পরবিরোধী কথা–

কথা-১

❖ **জ্ঞানার্জন করা ফরজ এবং অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী**

কথা দুটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। কথা দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে কোনো জ্ঞানার্জন হয় না। তাই কুরআন তাফসীরের আলোচ্য মূলনীতি অনুযায়ী কুরআন তথা ইসলামে কথা দুটির শুধু একটি গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন তাফসীরের প্রকৃত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে কথা দুটির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে সেটি বের করা মোটেই কঠিন হবে না। বিষয়টির সমাধান আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটিতে।

কথা-২

❖ **কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ এবং ওজু ছাড়া কুরআন ধরা নিষেধ**

এ কথা দুটিও বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। কথা দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, কুরআন পড়ার সময় ব্যাপক কমে যায় বলে ওজু ছাড়া কুরআন ধরা নিষেধ কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই কুরআন তাফসীরের আলোচ্য মূলনীতি অনুযায়ী কথা দুটির একটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কুরআন তাফসীরের প্রকৃত মূলনীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে কথা দুটির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোনটি হবে না সেটি সহজেই বের করা যাবে। বিষয়টির সমাধান আছে– **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামক বইটিতে।

কথা-৩

❖ **আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় এবং কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ**

কথা দুটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। কথা দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হলে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্যই থাকে না। তাই কুরআন তাফসীরের আলোচ্য মূলনীতি অনুযায়ী কুরআন তথা ইসলামে কথা দুটির শুধু একটি গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন তাফসীরের অন্যান্য মূলনীতিসমূহের

ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে কথা দুটির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে সেটি বের করা সহজ। বিষয়টির সমাধান আছে– **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

কথা-৪

❖ **কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন জাহান্নামে গেলেও একদিন বের হয়ে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে এবং ইসলাম শান্তির জীবনব্যবস্থা**

কথা দুটিও বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। কথা দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, কবীরা গুনাহের কারণে মু'মিন জাহান্নামে গেলে একদিন বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে গেলে মুসলিম সমাজ বড়ো অপরাধীতে ভরে যাবে এবং সমাজ চরমভাবে অশান্তিময় হবে। তাই কুরআন তাফসীরের আলোচ্য মূলনীতি অনুযায়ী কুরআন তথা ইসলামে কথা দুটির শুধু একটি গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন তাফসীরের প্রকৃত মূলনীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে কথা দুটির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে সেটি বের করা মোটেই কঠিন নয়। বিষয়টির সমাধান আছে– **কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে।

২. 'একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো' কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল/Common sense/বিবেক

বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুল স.-কে পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ২৩ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনে একটি বিষয়ের একদিক এক আয়াতে এবং অন্যদিক ভিন্ন এক আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর ঐ পর্যালোচনার সময় একটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) অন্য আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার সাথে সম্পূরক হতে হবে। বিরোধী হওয়া চলবে না।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায়

হলো– ‘একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো’ বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِیۡثِ کِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ... ... ...

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী (বক্তব্য বা জ্ঞান) সংবলিত কিতাব (আল কুরআন) যার বাণীসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ (পরিপূরক) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ... ...

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআনে একই বিষয় পরিপূরকভাবে তথা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তথ্য-২

وَمَا كَانَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنُ اَنۡ يُّفۡتَرٰى مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلٰكِنۡ تَصۡدِيۡقَ الَّذِىۡ بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيۡلَ الۡكِتٰبِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ.

আর এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করেছে বরং এটা এর সামনে যা আছে তার সত্যায়নকারী এবং কিতাবটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ধারণকারী (এবং) এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি জগৎসমূহের রবের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)। (সুরা ইউনুস/১০ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ‘কিতাবটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ধারণকারী’ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– কুরআনের বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআনে আছে। তাই আয়াতটি অনুযায়ীও কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

♣♣ তাই ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ‘একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো’ বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থন করা হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ...عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ) قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজাসমূহের একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম। তাই তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তারা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। **বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এটির যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল দিয়ে বুঝতে পারো না (হৃদয়ঙ্গম হয় না), তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– কুরআনের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রকাশ করে। পরস্পরের সত্যতা প্রকাশ করা দুটি অংশ সবসময় পরিপূরক হয়। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল/Common sense/বিবেক

Common sense অনুযায়ী একটি গ্রন্থের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা (তাফসীর) হবে সেটি যেটি তার প্রণয়নকারী করেছেন। কুরআন প্রণয়ন করেছেন মহান আল্লাহ। তাই বিবেকের ভিত্তিতে বলা যায়, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন যদি আল কুরআনে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা থাকে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে। কারণ কুরআনে ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে।

আল কুরআন

তথ্য-১

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

এটি আরবী ভাষার অধ্যয়ন দাবিকৃত একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে (তাফসীরসহ) বর্ণিত, জ্ঞানী (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান আকলের জ্ঞানে জ্ঞানী) সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা হা মীম আস সাজদা/৪১ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে সরাসরি জানা যায়, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর। আর এ তাফসীর করেছেন মহান আল্লাহ নিজে। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

তথ্য-২

وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ .

আর এভাবে আমরা আয়াতসমূহ তাফসীর করে বর্ণনা করি এবং তা এ জন্য করা হয় যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৫৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকেও জানা যায়, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা। তাই আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

তথ্য-৩

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا .

আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সকল ধরনের উদাহরণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অস্বীকার/অমান্য করা ছাড়া ক্ষান্ত হয় না।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৮৯)

ব্যাখ্যা : কুরআনে উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য। তাই আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

আল হাদীস

২ নং মূলনীতিতে উল্লিখিত হাদীসটি (পৃষ্ঠা নং ৬২) এ মূলনীতিরও দলিল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে– আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। অর্থাৎ কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর।

৪. 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল/Common sense/বিবেক

পৃথিবীতে থাকা একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। গ্রন্থটি পাঠিয়েছেন যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তা। কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালার কথাগুলো

হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উল্লেখ আছে। অন্যদিকে মানবজীবনের সকল দিকের তথ্য আল কুরআনে আছে। তাই কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা হবে মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্হ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

♣♣ **১৭** পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায়– 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَالۡفُرۡقَانِ ... ...

রমযান (হলো সে) মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা, পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্ট বর্ণনা ধারণকারী এবং **সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী**। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে সরাসরি জানানো হয়েছে যে, কুরআন সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্হ, ইসলামী সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

তথ্য-২

ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۚۖ فِیۡهِ ... ...

(এটি) সেই (প্রতিশ্রুত) কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা : ভুল কথা মানুষের আকল/Common sense/বিবেকে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়– আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনে কোনো ভুল কথা নেই। আর তাই কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্হ, ইসলামী সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা (বা ভুল)' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

বিষয়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِي ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

ইমাম নাসাঈ রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. তাঁর খুতবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব**, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। অতঃপর বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত তর্জনী ও মধ্যমা এ দুটি আঙুলের মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর

রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোনো সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মু'মিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

♦ নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা 'নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো কুরআন। তাই কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা ভুল বা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্‌হ, ইসলামী সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ ইবন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাকো! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎকালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।** তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বললো– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎপথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করলো সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের ভিত্তিতে বলা যায়, কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্‌হ, ইসলামী সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

‘যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন’ অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানা যায়– অন্য যেকোনো গ্রন্থে থাকা কুরআনের বিপরীত কথা অনুসরণ করলে সে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পথভ্রষ্ট হবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্‌হ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন। কারণ সে কথা মিথ্যা।

হাদীস-৩

أخرج الحاكم ... ... عبد الله بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قَيِّدوا العِلمَ بالكِتابِ.

ইমাম হাকিম রহ. আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব রহ. থেকে শুনে তার ‘আল-মুস্তাদরাক’ গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ রহ. বলেন, উমার রা. বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদণ্ড বানাও।

♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন*, হাদীস নং-৩৬০।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী কুরআন হলো জ্ঞানের মানদণ্ড। অর্থাৎ অন্য যেকোনো গ্রন্থের বক্তব্য কুরআনের বিপরীত হলে তা মিথ্যা বলে বর্জন করতে হবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্‌হ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন।

৫. ‘সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া’ বিষয়টি কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল/Common sense/বিবেক

সত্য (বাস্তব) উদাহরণের বিরোধী কথা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে। অন্যদিকে কুরআন (ইসলাম) ঈমানকে সুদৃঢ় করতে চায়। তাই কুরআনে সত্য উদাহরণের বিরোধী কথা না থাকারই কথা। আকল অনুযায়ী তাই বলা যায়– ‘সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া’ বিষয়টি কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার কথা।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ‘সত্য উদাহরণকে

আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া’ বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হওয়ার কথা।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : কুরআনের সর্বোত্তম তাফসীর হলো কুরআন। অর্থাৎ কুরআন হলো আল্লাহর প্রণয়ন করা একটি তাফসীর গ্রন্থ (৮ নং মূলীতিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে)। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়, তাফসীর (ব্যাখ্যা) করে কুরআনের শিক্ষা মানুষকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ সকল বিষয়ের উদাহরণ কুরআনে ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কুরআনে যে সকল বিষয়ের উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো–

১. আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান (আকল/Common sense/বিবেক) এবং অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General knowledge)।
২. সব ধরনের বিজ্ঞান।
৩. সাধারণ সত্য ঘটনা ও কাহিনি।
৪. ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনি।

তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– কুরআনের তাফসীর করার জন্য যথাযথ স্থানে ওপরে বর্ণিত সকল বিষয়ের উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে।

তথ্য-২

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল বিষয়ের উদাহরণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ৫৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল বিষয়ের উদাহরণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি’ অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে জানানো হয়েছে যে, সকল বিষয়ের উদাহরণের বিশদ বর্ণনার সাহায্য নিয়ে তাফসীর করে আল্লাহ কুরআনের

তথ্যগুলো উপস্থাপন করেছেন। আর এর কারণ হলো মানুষ যেন কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্যগুলো সহজে ও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

‘কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ’ অংশের ব্যাখ্যা– এখানে মানুষের একটি দোষের কথা জানানো হয়েছে। দোষটি হলো– অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহর প্রণয়ন করা তাফসীরগ্রন্থ কুরআনের সহজ ও স্পষ্ট বক্তব্যকে পেঁচিয়ে (Twist করে) অন্যদিকে নিয়ে যায়।

তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– সত্য উদাহণের ভিত্তিতে করা কুরআনের তাফসীর না পেঁচিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য-৩

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ
اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ
كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ.

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তারচেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য। আর যারা কাফির তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তিনি এ দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তারচেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআনকে তাফসীর করার জন্য আল্লাহ ক্ষুদ্র প্রাণী তথা প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষুদ্র উদাহরণ দিতেও লজ্জা পান না। তাই আয়াতাংশের শিক্ষা হলো– কুরআন তাফসীর করার (বোঝানোর) জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষুদ্র উদাহরণের সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা অবশ্যই উচিত নয়।

‘অতঃপর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘এটিতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই’ এবং সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী’।

আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য তথা নির্ভুল শিক্ষা বলা হয়েছে। তাই এ আয়াতাংশ অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য এবং প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

'আর যারা কাফির তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন তাফসীর করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআনের তাফসীর জানার জন্য ব্যবহার না করার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়।

'আবার (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআনের তাফসীর জানার জন্য ব্যবহার করার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

'আর তিনি এ দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের তাফসীর বুঝতে বা বোঝাতে গিয়ে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে নিজে পথভ্রষ্ট হয় বা অপরকে পথভ্রষ্ট করে শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন তাফসীর করার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ তথা জ্ঞানের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন তাফসীর করার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

তথ্য-৩.১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব মহাসম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : আয়াত পাঁচটির বৈশিষ্ট্য–

১. এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর কমপক্ষে তিন মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল।
২. প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট। তবে দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো মানব ভ্রূণবিজ্ঞান। অর্থাৎ কুরআনের প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হলো মানব শারীরবিজ্ঞানের আয়াত।
৩. আয়াত পাঁচটিতে শুধু জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের সহায়ক বিষয় (কলম) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত পাঁচটির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, আল কুরআন মানব শারীরবিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। আর এর প্রধান কারণ হলো–

১. কুরআন মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত। তাই কুরআন জানা ও তাফসীর করার জন্য মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান (উদাহরণ) অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের জন্য। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞান জানা ও ব্যাখ্যা করার জন্য মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্যসব বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োজন।

তথ্য-৩.২

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য) সত্য ... ...

(সুরা হা মীম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ, অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। অর্থাৎ মানবশরীরের বাইরের পৃথিবী।

আর মহান আল্লাহর অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানো কথাটির অর্থ হলো– আল্লাহর প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর মানুষের দেখতে পাওয়া।

তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবী এবং মানবশরীরের মধ্যকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল তথ্য সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আর তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– সঠিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– দুই স্থানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দিয়ে আল কুরআন সত্য প্রমাণিত হবে। মানবশরীরের বাইরের আবিষ্কার এবং মানবশরীরের ভেতরের আবিষ্কার। অর্থাৎ যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে মানবশরীরের ভেতরের আবিষ্কার। তাই মানব শারীরবিজ্ঞানের উদাহরণ কুরআন তাফসীরের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

চূড়ান্ত রায়টিকে সমর্থনকারী হাদীস

রসুলুল্লাহ স. হলেন মহান আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের একমাত্র তাফসীরকারক। আরবী ব্যাকরণ নয়, সত্য উদাহণের মাধ্যমে তিনি আল কুরআনের তাফসীর করেছেন। এ ধরনের বহু হাদীসের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا صَبَاحَاهْ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ

عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ.

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. একদিন সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠলেন, অতঃপর বললেন– ইয়া সাবাহাহ! কুরাইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলো এবং বললো, কী ব্যাপার? তখন রসুলুল্লাহ স. বললেন– (আচ্ছা বলোতো) আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তিনি বললেন, (তাহলে শোনো–) আমি তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বললো, তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন– تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 'আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।'

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৫২৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হলো নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সাধারণ মানুষদের (মক্কাবাসী) উদ্দেশ্যে রসুল স.-এর দেওয়া প্রথম ভাষণ। হাদীসটিতে রসুল স. মক্কাবাসীকে তাঁর বক্তব্য সহজে বোঝা এবং গ্রহণ করানোর জন্য নিজের সত্যবাদিতার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছেন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ : هِيَ النَّخْلَةُ.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ ইবন 'ওমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবন 'ওমর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. একদা বললেন– গাছ-

গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা একজন মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগলো। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার ধারণা হলো– সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিম তথা যে জেনে ও বুঝে ইসলাম গ্রহণ করে, ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না। ... ...

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ" قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন হামজা রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, তিনি আল্লাহর রসুল স.-কে বলতে শুনেছেন– তিনি বলেছেন, (বলোতো দেখি!) যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার (যথাযথভাবে) গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার শরীরে কোনো রকম ময়লা থাকবে না। তখন রসুল স. বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা (মানবজীবন থেকে) ভুলসমূহ (অন্যায় ও অশ্লীল কাজসমূহ) দূর করে (মিটিয়ে) দেন।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫২৮।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শরীর-স্বাস্থ্য (চিকিৎসাবিজ্ঞান) বিষয়ক একটি উদাহরণ দিয়ে রসুল স. সালাত সম্পর্কিত দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানবজীবনের ভুল তথা বড়ো অকল্যাণ/গুনাহ। তাই হাদীসটিতে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– পাঁচবার যথাযথভাবে গোসল করলে যেমন শরীরের সকল ময়লা দূর হয়ে যায়, তেমনি পাঁচবার যথাযথভাবে সালাত আদায় করলে মানুষের জীবনের সকল অন্যায় ও অশ্লীলতা দূর হয়ে যায়।

সালাত পালন করার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি (ও সমাজ) জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হবে শুধু তখনই, যখন সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা তথা সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা হবে।

তাই হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স. সালাত সম্পর্কিত দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন–

১. সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।
২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، ... ...

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– **মানুষ খনিজ সম্পদ**। যেমন– **খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ**। জাহিলি যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। ... ...

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। হাদীসটির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন– কুরআনের অর্থ করার ৩ নং মুলনীতিতে (পৃষ্ঠা নং ৪১)।

৬. 'একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের তাফসীর করার সময় আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

বিষয়টি সম্পর্কিত আকল, কুরআন ও হাদীসের দলিল কুরআনের সঠিক অর্থ করার মূলনীতি অধ্যায়ের ৩ নং মূলনীতি বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৩৩) উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐ সকল দলিলে 'অর্থ' শব্দের স্থানে 'তাফসীর' শব্দ লিখলে দলিলগুলো আলোচ্য বিষয়ের দলিলে পরিণত হবে।

৭. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত নেই' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আল কুরআনের আয়াত নাসিখ এবং মানসুখ (রহিতকারী এবং রহিত) হওয়া বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিও দেওয়া হয়। প্রচলিত যে সকল বিখ্যাত গ্রন্থে কুরআন তাফসীরের নীতিমালা (উসূলে তাফসীর) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সবগুলোতে নাসিখ এবং মানসুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?'** (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটিতে। এখানে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হবে।

প্রচলিত মতে, নাসিখ-মানসুখের প্রকারভেদ

প্রচলিত মতে, রহিত হওয়ার (নাসিখ-মানসুখ) প্রকারভেদগুলো নিম্নরূপ–

১. কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

২. কিছু আয়াত রসুল স.-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৩. কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) উভয় ধরনের আয়াত আছে।

৪. কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম/শিক্ষা চালু নেই।

৫. কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা চালু আছে কিন্তু তিলাওয়াত চালু নেই।

৬. কুরআন দিয়ে হাদীস রহিত হওয়া।

৮. হাদীস দিয়ে কুরআন রহিত হওয়া।

৯. হাদীস দিয়ে হাদীস রহিত হওয়া।

নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি যে অসত্য বা বানানো তা জানা যায় এভাবে−

আকল/Common sense/বিবেক

বিবেকের নিম্নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি জানা যায়−

দৃষ্টিকোণ-১

- [ ] **রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

মুসলিম গবেষকদের মতে, আল কুরআনে রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা কমে যাওয়ার চলমান চিত্র−

৫০০ বা আরও বেশি
শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. রচিত 'আল ফাউযুল কবীর'

↓

২০০টিরও বেশি
আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ : ইবনে হাযম রহ. রচিত

↓

২১টি
ইতকান : শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. রচিত
(৮৪৯ হি./১৪৪৫খ্রি. – ৯১১হি./১৫০৫ খ্রি. কায়রো, মিসর)

↓

৫টি
আল ফাউযুল কবীর : শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী রহ. রচিত
(জন্ম- ২১.০২.১৭০৩, দিল্লি, ভারত, মৃত্যু- ২০.৮.৭৬২ খ্রি.)

↓

৪টি
উলুমুল কুরআন : বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী রচিত (পাকিস্তান)

কুরআনের আয়াত সত্যই রহিত হয়ে থাকলে তার সংখ্যা জানানোর মালিক আল্লাহ তা'য়ালা বা রসুল স.। আর আল্লাহ তা'য়ালা বা রসুল স. কর্তৃক রহিত আয়াতের সংখ্যা জানানোর পর তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ইসলামের কোনো মনীষীর অবশ্যই নেই। তাই রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা সময়ের ব্যবধানে

ব্যাপক কমে যাওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে– কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ বানানো।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ মহান আল্লাহর জ্ঞানের পরিধিকে খাটো করার দৃষ্টিকোণ

আল কুরআন নাযিল হয়েছে ২৩ বছর ধরে। পৃথিবীর সকল কিছুর তিনকালের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন একমাত্র মহান আল্লাহ। আল্লাহ একটি তথ্য নাযিল করে ২৩ বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে যথাযথ হয়নি বলে আবার উঠিয়ে নিয়েছেন, এটি মহান আল্লাহর সিফাতের (গুণ) সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো সরাসরি রহিত করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এ কথা আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী সঠিক হওয়ার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ ২৩ বছর পর আর রহিত না হওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত তথ্যমতে, ২৩ বছরে মানুষের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার উপযোগী করার জন্য কুরআনের অনেক আয়াত স্থায়ীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা তার স্থানে পালন করা সহজ বা অধিক কল্যাণকর আয়াত নাযিল করা হয়েছে। কুরআন নাজিল শেষ হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত তথা ১৫০০ বছরের মধ্যে মানুষের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রচলিত কথাটি সত্য হলে এ পরিবর্তনের উপযোগী করার জন্য কুরআনের আরো অসংখ্য আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সম্পর্কে প্রচলিত কথা সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামের শত্রুদের চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ সম্পর্কে চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা এটি শুরুও করে দিয়েছে। এ কথার প্রমাণ–

‘This shows an Allah who is bereft of foresight, has a fickle mind and incapable of assessing the weakness and strength of Muhammad or his followers. This is of course a blasphemous characterization of any Omniscient divinity. Neither in the Hebrew Bible nor in the New Testament are

there such verses. The God of Israel is not shown to give one command one instance and then changes it either immediately, shortly afterwards or much later because He did not realize that it was too onerous to be fulfilled by mere humans.' (www.inthenameofallah.org)

'(কুরআনের নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন এক সত্তা যার দূরদর্শিতার অভাব আছে। যিনি অস্থিরচিত্ত এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা ও শক্তি বুঝতে অপারগ। এটি অবশ্যই সর্বজ্ঞ এক সত্তা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা। হিব্রু বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টে (রহিত হয়েছে) এমন কোনো আয়াত নেই। ইসরাইলের প্রভুর সম্পর্কে এমনটি দেখা যায়নি যে, তিনি একটি আদেশ দিয়েছেন তারপর সেটি সাথে সাথে, অল্পসময় পরে বা বেশকিছু সময় পরে পরিবর্তন করেছেন এ কারণে যে, তিনি বুঝতে পারেননি সেটি মানুষের পক্ষে পালন করা খুব কঠিন হবে।'

কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সত্য হলে এ ওয়েবসাইটে মহান আল্লাহ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাকে সত্য না বলে উপায় থাকে না (নাউজুবিল্লাহ)। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়া সম্পর্কে প্রচলিত কথা সঠিক হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ অপচয়ের দৃষ্টিকোণ

একটি তথ্য কোনো গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই এ তথ্য সঠিক হলে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যে কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ একবাক্যে স্বীকার করবে এটি হওয়া উচিৎ নয়। তাই আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, নাসিখ-মানসুখ তত্ত্বের 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই' বিষয়টি সঠিক হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৬

❑ সংস্করণের দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে থাকা সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের হয়। যেকোনো গ্রন্থের সংস্করণ বের করার নীতি হলো– পরের সংস্করণে আগের সংস্করণের অনেক

বিষয় অপরিবর্তিত থাকে, কিছু বিষয় বাদ যায় এবং কিছু বিষয় নতুন যোগ হয়। কিন্তু কোনো গ্রন্থের একই সংস্করণে কিছু অংশের শিক্ষা চালু নেই বা মানা যাবে না এমনটি হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানো কিতাবসমূহ হলো একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– মহান আল্লাহ তার কিতাবের সংস্করণ পাঠাতে গিয়ে পরের সংস্করণে আগের সংস্করণের অনেক বিষয় অপরিবর্তিত রেখেছেন, কিছু বিষয় বাদ দিয়েছেন এবং কিছু বিষয় নতুন যোগ করেছেন। তাই ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করার যে নীতি বর্তমান বিশ্বে চালু আছে তার পথপ্রদর্শক হলেন মহান আল্লাহ। তাই সংস্করণের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়– কুরআনের কিছু অংশের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই কথাটি সঠিক নয়।

♣♣ তাহলে ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

আল কুরআন
তথ্য-১

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

নিশ্চয় আমরা যিক্রটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজতকারী। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে নিশ্চয়তাসহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি কুরআনকে সর্বদা হিফাজত করবেন। এ কথার অর্থ এটি নয় যে মহান আল্লাহ সর্বদা কুরআনকে ছেঁড়া, পোড়ানো, অপবিত্র অবস্থায় ধরা ইত্যাদি থেকে হিফাজত করবেন। কারণ, বাস্তবে এটি ঘটে। তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা কুরআনের আরবী আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে দেবেন না। সুতরাং নাসিখ-মানসুখতত্ত্ব অবশ্যই সঠিক নয়। অর্থাৎ 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' কথাটি সঠিক।

তথ্য-২

... ... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

... ... প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ।
(সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– যে সকল কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তার প্রতিটি কার্যকরী থাকার সময়কাল (মেয়াদ) নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেওয়া মেয়াদের মধ্যে আল্লাহর কোনো কিতাবের আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। আল্লাহর অন্য সকল কিতাবের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য সঠিক হয়েছে। তাই কুরআনের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য সঠিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কুরআনের মেয়াদ হলো– নাযিল হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই এ আয়াত অনুযায়ী নাযিল হওয়ার পর থেকে কুরআনের আয়াত রহিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অবশ্যই হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই হবে না। আর তাই এ আয়াত অনুযায়ীও নাসিখ-মানসুখতত্ত্ব অবশ্যই সঠিক নয়। অর্থাৎ 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' কথাটি সঠিক।

তথ্য-৩

... ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ .

... ... আর তোমরা অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। (সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ প্রথমে অপচয় করতে নিষেধ করেছেন তারপর বলেছেন 'অপচয়কারী শয়তানের ভাই'। কথাটি আল কুরআনে শুধু বলে রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা শেষ করেননি। কাজের মাধ্যমেও দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি অপচয় পছন্দ করেন না। কাজটি হলো– তিনি মানুষের শরীর এমনভাবে গঠন করেছেন যেন এক ফোটা পিত্তরস অপচয় না হয়। চর্বিজাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে লিভার ২৪ ঘণ্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। পেট যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্যনালিতে (Intestine) যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্যনালিতে তখন হজম করার মতো কোনো খাবার নেই। তাই আল্লাহ তা'য়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) এবং পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য মানুষের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে দিয়েছেন। খাদ্যনালি যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির ঐ গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়। খাওয়ার পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌঁছলে নালির গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার পৌঁছানোর খবরটি কলিসিসটোকাইনিন নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের

মাধ্যমে তার মধ্যে জমা থাকা পিত্তরস পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। ছবি দেখুন–

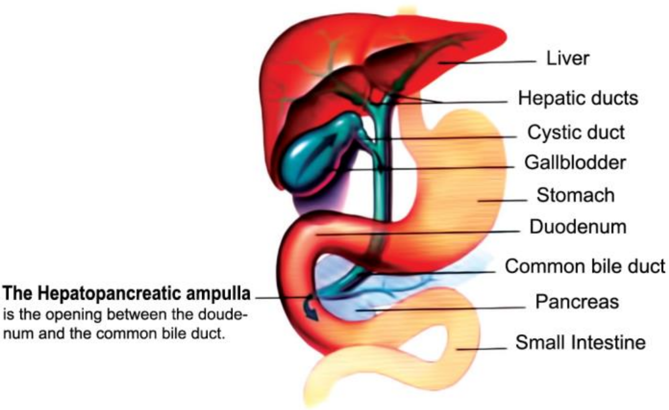

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! ভেবে দেখুন– যে আল্লাহ এক ফোটা পিত্তরস অপচয় হতে না দেওয়ার জন্য মানুষের শরীরে এ অপূর্ব ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন, তিনি কি 'আল কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই'– এমন একটি তথ্যের মাধ্যমে মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হতে দিতে পারেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন– নিশ্চয় পারেন না। অর্থাৎ এরকম একটি তথ্য কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

তাই এ আয়াত অনুযায়ীও নাসিখ-মানসুখতত্ত্ব অবশ্যই সঠিক নয়। অর্থাৎ 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' কথাটি সঠিক।

♣♣ তাহলে ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ
اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ) قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ

حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজাগুলোর একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম। তাই তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তারা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। **নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এটির যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল দিয়ে বুঝতে পারো না (হৃদয়ঙ্গম হয় না), তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– নাসিখ-মানসুখতত্ত্ব সঠিক নয়। অর্থাৎ 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' কথাটি সঠিক।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। অতএব এটির (কুরআন) যা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকলসম্মত হয়) তা পালন করো। আর যা তোমাদের আকলে বুঝে আসে না সেটি যিনি জানেন (মনীষী/বিশেষজ্ঞ/আকাবের) তার ওপর ছেড়ে দাও।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- ♦ হাদীসটির সনদ মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী (কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ)। পরস্পরবিরোধী কথা ধারণকারী গ্রন্থের প্রতি মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। একটি কথা অন্য একটি কথাকে শুধু তখনই রহিত (মানসুখ) করে যখন কথা দুটি পরস্পরবিরোধী হয়। তাই কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াতের উপস্থিতি কুরআনের প্রতি মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। আর তাই হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত আছে বলা বা ধারণা করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ

فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ ইবন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎকালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের মন কলুষিত হয় না, **মানুষ সন্দেহে পড়ে না এবং ধোঁকা খায় না**। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বললো– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎপথের

দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করলো সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য হলো– কুরআনের মাধ্যমে মানুষ সন্দেহে পড়ে না এবং ধোঁকা খায় না। কুরআনে পরস্পরবিরোধী তথা নাসিখ ও মানসুখ আয়াত থাকলে মানুষ সন্দেহ ও ধোঁকায় পড়বে। তাই এ হাদীসটি অনুযায়ীও কুরআনে নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত হওয়া) আয়াত নেই।

যে সকল আয়াতের ভুল তাফসীর থেকে নাসিখ-মানসুখতত্ত্বের উৎপত্তি তার প্রকৃত বক্তব্য

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ... ...

আমরা (আগের কিতাবের) যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই (পরের কিতাবে) তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি। (সুরা আল বাকারা/২ : ১০৬)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

আর আমরা যখন (আগের কিতাবের) কোনো আয়াত পরিবর্তন করে (পরের কিতাবে) অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো তাদের অধিকাংশই জানে না।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১০১)

... ... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

... ... প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। আল্লাহ (পরের কিতাবে আগের কিতাবের) যা ইচ্ছা রহিত করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তারই কাছে (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবটি। (সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮, ৩৯)

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআন আগের কিতাবের কিছু আয়াতের রহিতকারী (নাসিখ)। কিন্তু কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতকে রহিত (মানসুখ) করে না।

৮. অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক উল্লেখ ও তাফসীর না করা' কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল/Common sense/বিবেক

দৃষ্টিকোণ-১

❑ **কুরআনে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা না থাকার দৃষ্টিকোণ।**

কুরআন হলো আল্লাহর প্রণয়ন করা একটি তাফসীর গ্রন্থ (বিষয়টি আগে আলোচিত হয়েছে)। তাফসীর করা দূরের কথা অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় আল কুরআনে মহান আল্লাহ উল্লেখই করেননি। অন্যদিকে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তাই আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– তাফসীর গ্রন্থে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পরিহার করা আল কুরআনের শিক্ষা।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ **তাফসীর গ্রন্থের কলেবরের দৃষ্টিকোণ**

আল কুরআন হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোটো কলেবরের (Volume) তাফসীর গ্রন্থ। সহজে বলা যায়– এ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের তাফসীর গ্রন্থের কলেবর ছোটো রাখতে হবে। বর্তমান মুসলিমদের ধারণা হলো তাফসীর গ্রন্থের কলেবর যত বড়ো হবে তত ভালো। তাই প্রায় সব তাফসীর গ্রন্থের পৃষ্ঠা হাজার হাজার। এটি করতে গিয়ে তাফসীরকারীদের অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা লিখতে হয়েছে। আর বড়ো কলেবরের তাফসীর পুরোটা সত্যিকারভাবে পড়া মানুষ নেই বললেও চলে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ **মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় একসাথে থাকার ক্ষতির দৃষ্টিকোণ**

মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় একসাথে থাকলে এবং সাথে সাথে গ্রন্থের কলেবর (Volume) বড়ো হলে সে গ্রন্থ পড়ে অধিকাংশ মানুষ মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করতে ও মনে রাখতে পারে না। প্রধানত এ কারণেই মহান আল্লাহ তার করা তাফসীর গ্রন্থের কলেবর ছোটো রেখেছেন। প্রচলিত

তাফসীর গ্রন্থের কলেবর অনেক বড়ো হওয়া বর্তমান মুসলিমদের অধিকাংশের ইসলামের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান ও আমল দুর্বল হওয়ার একটি প্রধান কারণ। আর এটি মুসলিমদের বর্তমান অধঃপতনের একটি মূল কারণ।

আল কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনে কোনো অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ও তাফসীর নেই। আর তাহাজ্জুদ সালাত রসুল স.-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল বলেই কুরআনে স্থান পেয়েছে। রসুল স.-কে পৃথিবীর সবচেয়ে দৃঢ় ঈমানদার ও আমলকারী ব্যক্তি হিসেবে গঠন করার জন্য এটি দরকার ছিল।

তথ্য-২

... ... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ . اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۘ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবটির কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– কুরআনের কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করলে এবং কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস না করলে মানুষের দুনিয়া ও পরকালীন জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। মৌলিক বিষয় হলো সে বিষয় যার একটিও অনুসরণ না করলে বিষয়টি যে কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। যে বিষয়ের জ্ঞান নেই তা বিশ্বাস করা ও তার ওপর আমল করার প্রশ্নই আসে না। তাই আয়াত দুটি থেকে জানা যায়, কুরআনে উল্লেখ থাকা সবগুলো বিষয় ইসলামের মৌলিক বিষয়।

তথ্য-৩

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

নিশ্চয় যারা (কুরআনের মাধ্যমে) নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, **আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে– আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব**। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর মূলশিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। আয়াতগুলোয় এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদেরকে জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐরকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

পুরো কুরআন অনুসরণ করতে হলে সম্পূর্ণ কুরআন আগে জানতে হবে। তাই এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআনের কিছু অংশ জানলে ও অনুসরণ করলে এবং কিছু অংশ না জানলে এবং অনুসরণ না করলে পুরো

জীবনটাই তথা দুনিয়া ও পরকাল বিফলে যাবে। তাই আলোচ্য আয়াতগুলো থেকেও জানা যায়– কুরআনে উল্লেখ থাকা সবগুলো বিষয় ইসলামের মৌলিক বিষয়।

তথ্য-৪

... ... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ... ...

... ... আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ ... ...। (সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

ব্যাখ্যা : বাস্তবে একটি (তাহাজ্জুদ সালাত) বাদে ইসলামের কোনো অমৌলিক বিষয় কুরআনে উল্লেখ নেই। তাই আয়াতাংশের মাধ্যমে ইতিবাচক তথ্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৫

... ... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ... ...

... ... আমরা কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি... .. ... । (সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশে নেতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ . قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে (নবীর কাছে) প্রশ্ন করো না যা (কুরআনে) তোমাদের জন্য প্রকাশিত হলে তোমরা কষ্ট পাবে। আর কুরআন নাযিলকালে তোমরা যদি (নবীর কাছে) সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তাহলে তা (কুরআনে) তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সেসব ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল। তোমাদের আগে এক সম্প্রদায় সে ধরনের বিষয় নিয়ে (তাদের নবীর কাছে) প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর তারা সেসব বিষয়ে অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ১০১, ১০২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা এমন বিষয়ে (নবীর কাছে) প্রশ্ন করো না যা (কুরআনে) তোমাদের জন্য প্রকাশিত হলে তোমরা কষ্ট পাবে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের জানার বিষয় হলো মু'মিনদেরকে কী ধরনের বিষয় নিয়ে নবীকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়। আর এটি বোঝা যায় নিম্নোক্তভাবে–

ক. আয়াতটির ব্যাখ্যার জন্য পরের আয়াতে যে ঘটনাটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে দেখা যায়, মানুষেরা একটি বিষয়ের (গাভি কুরবানী দেওয়া) অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে তাদের নবীর কাছে বার বার প্রশ্ন করেছে।

খ. সুরা বাকারার ৮৫ ও ৮৬ নং, সুরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং, সুরা নাহলের ৭৯ নং এবং সুরা আন'আমের ৩৬ নং আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, কুরআনে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সবগুলো মানবজীবন সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়।

আয়াতাংশে বলা হয়েছে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় কুরআনে প্রকাশিত হলে মু'মিনদের কষ্ট হবে। কী কারণে সে কষ্ট হবে তা আয়াতাংশে সরাসরি বলা না থাকলেও আকলের ভিত্তিতে বলা যায়, কষ্ট হবে নিম্নোক্ত কারণসমূহে–

ক. অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় অসংখ্য। তাই সেগুলো পালন করতে গিয়ে মু'মিনরা অনেক কষ্টে পড়বে।

খ. মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পৃথক করা অসম্ভব হবে। ফলে মুসলিমরা মৌলিক দিক বাদ রেখে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় জানা ও আমল করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ কারণে দুনিয়ায় তারা ভীষণ কষ্ট পাবে। আর পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

গ. অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মুসলিম জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে ইসলাম বিরোধীদের মাধ্যমে মুসলিম জাতি বিভিন্ন ধরনের কষ্ট পাবে।

'আর কুরআন নাযিলকালে তোমরা যদি (নবীর কাছে) সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তাহলে তা (কুরআনে) তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে– কুরআন নাযিলকালে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নবী স.-এর কাছে প্রশ্ন করলে সেগুলো মহান আল্লাহ কুরআনে নাযিল করে দেবেন। একটি (তাহাজ্জুদ সালাত) ছাড়া কুরআনে কোনো অমৌলিক বিষয় উল্লেখ না থাকা প্রমাণ করে যে– আয়াতটি

নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে আর কোনো প্রশ্ন করেননি তথা জানতে চাননি।

'আল্লাহ সেসব ক্ষমা করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে চালু কথা হলো, আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার আগে সাহাবীগণ অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ে রসুলুল্লাহ স.-কে প্রশ্ন করে যে গুনাহ করেছিলেন তা ক্ষমা করে দেওয়ার বিষয়টি এখানে জানানো হয়েছে। তবে প্রচলিত ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, আইন জানিয়ে দেওয়ার আগে (Pre facto) কেউ আইন বিরোধী কাজ করে থাকলে সেটিতে অপরাধ হয় না এবং সে অপরাধে মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার হয় না। অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন না করার বিধান আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে মানুষকে প্রথম জানানো হয়েছে। তাই আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগে খুঁটিনাটি বিষয়ে রসুলুল্লাহ স.-কে প্রশ্ন করায় সাহাবীগণের কোনো গুনাহ হয়নি। আর তাই তাঁদের গুনাহ মাফ করার প্রশ্নও আসে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– মদ হারাম হওয়ার বিধান সংবলিত আয়াত মদিনায় নাযিল হয়। তাই মক্কার ১৩টি বছর কোনো সাহাবী মদ খেয়ে থাকলে সেটিতে তাঁর গুনাহ হয়নি।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় জানা ও পালন করা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা করা হয়েছে।

'তোমাদের আগে এক সম্প্রদায় সে ধরনের বিষয় নিয়ে (তাদের নবীর কাছে) প্রশ্ন করেছিল। অতঃপর তারা সেসব বিষয়ে অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল' অংশের ব্যাখ্যা– আগের আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝানোর জন্য আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনাটি সুরা বাকারার ৬৭-৭১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো– মুসা আ.-এর ওপর নাযিল হওয়া তাওরাত কিতাবে মহান আল্লাহ একটি গাভি কুরবানী করার আদেশ দেন। যেকোনো একটি গাভি কুরবানী করলে আদেশটি পালন হয়ে যেত। কিন্তু মুসা আ.-এর কওম গাভিটির বয়স, শারীরিক গঠন, রং, কাজ ইত্যাদি অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মুসা আ.-কে একটার পর একটা প্রশ্ন করে। ফলে মহান আল্লাহ সেগুলো তাওরাতে নাযিল করেন। এরপর প্রশ্নকারীরা সেটি পালন করতে অস্বীকার করে।

৬টি তথ্যের আয়াতগুলোর সার্বিক শিক্ষা

ওপরের ৬টি তথ্যের আয়াতসমূহ থেকে সার্বিকভাবে যা জানা যায়–

১. মু'মিনদের কষ্ট হবে বিধায় মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত তাফসীরগ্রন্থ আল কুরআনে কোনো অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ও তাফসীর করেননি।
২. আল্লাহ সাহাবীগণকে রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন।
৩. আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ অমৌলিক বিষয় নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেননি।
৪. মু'মিনদের খুঁটিনাটি বিষয় জানা ও পালন করাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল থেকে শুনে 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– ছেড়ে দাও আমাকে সে বিষয়ে যা আমি তোমাদের বলা থেকে বিরত থাকি। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে (নবীদের কাছে অধিক) প্রশ্ন এবং নবীদের ওপর মতবিরোধ করে। অতএব, আমি কোনো কিছু **নিষেধ** করলে তা থেকে তোমরা দূরে থাকো এবং কোনো কাজের **আদেশ** করলে তোমরা তা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করো।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭২৮৮।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'ছেড়ে দাও আমাকে সে বিষয়ে যা আমি তোমাদের বলা থেকে বিরত থাকি' অংশের ব্যাখ্যা– এখানে রসুলুল্লাহ স. সাহাবীগণকে খুঁটিনাটি বিষয় যা তিনি বলা থেকে বিরত থেকেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। এ অংশে যে খুঁটিনাটি বিষয় বোঝানো হয়েছে তা হাদীসটির শেষাংশ থেকে সহজে বোঝা যায়।

‘নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে (নবীদের কাছে অধিক) প্রশ্ন এবং নবীদের ওপর মতবিরোধ করে’ অংশের ব্যাখ্যা– পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের **নবীদের** কাছে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বার বার প্রশ্ন করেছে। নবীগণ বাধ্য হয়ে সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অতঃপর সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে তারা ধ্বংস হয়েছে। ঐ ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণ ছিল–

১. অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় পালন নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়া।
২. মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় পালন করায় তারা মশগুল হয়ে পড়েছিল।

‘আমি কোনোকিছু নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা দূরে থাকো’ অংশের ব্যাখ্যা– রসুলুল্লাহ স. এখানে বলেছেন, তিনি নেতিবাচক আদেশ বা ‘হারাম’ বলার মাধ্যমে কোনো বিষয় নিষেধ করলে সকলকে সেটি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে দূরে থাকতে হবে।

‘এবং কোনো কাজের আদেশ করলে তা তোমরা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করো’ অংশের ব্যাখ্যা– রসুলুল্লাহ স. এখানে বলেছেন, তিনি ইতিবাচক আদেশ বা ‘ফরজ/ওয়াজিব’ বলার মাধ্যমে কোনো বিষয় বললে সেটি সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে।

হাদীসটিকে সুরা মায়িদার ১০১ ও ১০২ আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বলা যায়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النسائي ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ.

ইমাম নাসাঈ রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আল মুবারক আল মুখাররিমী রহ. থেকে শুনে তার ‘আস-সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স. একবার লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, মহান

আল্লাহ তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরজ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসুলুল্লাহ! প্রতি বছরে? তিনি তার উত্তর দেওয়া থেকে নীরব রইলেন। লোকটি তিনবার কথাটি পুনরাবৃত্তি করলো। অতঃপর তিনি (রসুল স.) বললেন– যদি আমি বলতাম হ্যাঁ, তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছরের জন্য) পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। আর যদি তা (প্রতি বছরের জন্য) পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত তবে তোমরা তা অব্যাহতভাবে পালন করতে পারতে না। ছেড়ে দাও আমাকে সে বিষয়ে যা আমি তোমাদের বলা থেকে বিরত থাকি। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে (নবীদের কাছে) অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের ওপর মতবিরোধ করে। অতএব, আমি যদি কোনো কিছুর আদেশ করি তা তোমরা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করো। আর যদি কোনো কিছু নিষেধ করি তা থেকে তোমরা দূরে থাকো।

- ♦ নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬১৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'রসুলুল্লাহ স. একবার লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরজ করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– এক খুতবায় রসুলুল্লাহ স. কুরআনের হাজ্জ ফরজ হওয়ার আদেশটি সাহাবীগণকে বলেন।

'তখন এক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসুলুল্লাহ! (তা কি) প্রতি বছরে? তিনি তার উত্তর দেওয়া থেকে নীরব রইলেন। লোকটি তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করলো' অংশের ব্যাখ্যা– একজন সাহাবী হাজ্জ সম্পর্কে কুরআনে যা বলা নেই তেমন বিষয়ে বার বার প্রশ্ন করলেও রসুলুল্লাহ স. সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

'অতঃপর তিনি (রসুল স.) বললেন– যদি আমি বলতাম হ্যাঁ, তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছরের জন্য) পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। আর যদি তা (প্রতি বছরের জন্য) পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত তবে তোমরা তা অব্যাহতভাবে পালন করতে পারতে না' অংশের ব্যাখ্যা– আলোচ্য অংশের মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি যদি লোকটির প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলতেন তবে প্রতি বছর হাজ্জ পালন করা মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। মুসলিমগণ তা পালন করতে পারতো না। ফলে তাদের কবীরা গুনাহ হতো এবং তাদেরকে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হতো।

এ হাদীসটিকেও সুরা মায়িদার ১০১ ও ১০২ আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বলা যায়।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم ... ... كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারমালাহ ইবন ইয়াহইয়া আত-তুজীবীয়্য রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, যা আমি নিষেধ করি তা থেকে তোমরা দূরে থাকো। আর যা আদেশ করি তা তোমরা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করো। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীরা (নবীদের কাছে) অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের ওপর মতভেদ করে ধ্বংস হয়েছে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬২৫৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

এ হাদীসটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা ১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৪

أخرج الإمام البخاري ... ... حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

ইমাম বুখারী রহ. মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– মালিক রা. থেকে বর্ণিত। আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী স.-এর কাছে হাজির হলাম। ২০ দিন ও ২০ রাত আমরা তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। আল্লাহর রসুল স. অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন– আমরা আমাদের পেছনে কাদের রেখে এসেছি? আমরা তাঁকে জানালাম। অতঃপর তিনি বললেন– তোমরা তোমাদের

পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো। আর তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (দ্বীনের) আদেশগুলো (নেতিবাচক আদেশ তথা হারাম এবং ইতিবাচক আদেশ তথা ফরজ/ওয়াজিব বিষয়) শেখাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক রা. আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। অতঃপর নবী স. বলেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন যেন আজান দেয় এবং যে ব্যক্তি বয়সে অধিক বড়ো সে যেন ইমামতি করে।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৫।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কিছু তরুণ সাহাবী রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে ২০ দিন ও ২৯ রাত অবস্থান করেন। অর্থাৎ তারা ১০০ ওয়াক্ত সালাত রসুলুল্লাহ স.-এর ইমামতিতে আদায় করেছেন। অতঃপর রসুল স. তাদেরকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেন এবং কিছু উপদেশ দেন।

উপদেশগুলো হলো–

১. বাড়ি গিয়ে তাদের পরিবার-পরিজনকে দ্বীন শেখাতে হবে।
২. দ্বীন শেখাতে গিয়ে তাঁর বলা নেতিবাচাক আদেশ তথা হারাম এবং ইতিবাচক আদেশ তথা ফরজ/ওয়াজিব বিষয়গুলো শেখাতে হবে।
৩. পরিবার-পরিজনকে সালাত শেখাতে হবে।
৪. সালাতের সময় হলে একজনকে আজান এবং তাদের মধ্য বয়সে অধিক বড়ো ব্যক্তিকে ইমামতি করতে হবে।

তাহলে দেখা যায়, একটানা ১০০ ওয়াক্ত সালাত রসুলুল্লাহ স.-এর ইমামতিতে আদায় করা তরুণ সাহাবীদেরকে রসুলুল্লাহ স. সালাতের অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুন শেখানোর জন্য শুধু বলেছেন– **'তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করবে'**। অর্থাৎ সালাতের অনুষ্ঠানকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করে সাহাবীগণকে রসুল স. সালাত শেখাননি। সালাতের ব্যাপারে এটি ঘটলে অন্যান্য ইবাদাতের ব্যাপারেও এটি ঘটা স্বাভাবিক।

তাই সালাত ও অন্যান্য ইবাদাতের অনুষ্ঠানের বিষয়সমূহের মৌলিক (ফরজ) ও অমৌলিক/খুঁটিনাটি (ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব) শ্রেণিবিভাগ মহান আল্লাহ, রসুল স. বা সাহাবাগণের করা নয়। এ শ্রেণিবিভাগ করেছেন

সাহাবায়ে কিরামগণের পরের ২ বা ৩ স্তরের ব্যক্তিগণ রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস নিয়ে সূক্ষ্ম গবেষণা করে। কিন্তু সুরা মায়িদার ১০১ ও ১০২ নং আয়াত এবং প্রথম ৩টি হাদীসের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– হাদীসের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে কোনো অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক বের করা ইসলামে নিষেধ। আর প্রধানত ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব তথা অমৌলিক বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে মুসলিম জাতি আজ বহু মত ও দলে বিভক্ত এবং পৃথিবীতে ভীষণভাবে দুর্বল।

ইসলামের মনীষীগণের প্রদান করা সংজ্ঞা অনুযায়ী ফরজ আমল অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফির হয় কিন্তু ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল আমল অস্বীকার করলে কাফির হয় না। কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– রসুলুল্লাহ স.-এর বলা যেকোনো কথা অস্বীকার করা ব্যক্তি কাফির (ইসলাম অস্বীকারকারী) বলে গণ্য হবে। তাই সহজে বলা যায়– আমলের প্রচলিত ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল বিষয়গুলো পালন করতে রসুলুল্লাহ স. বলেছেন কি না এ বিষয়ে ইসলামের মনীষীগণের ভীষণ সন্দেহ আছে। অন্যকথায় এগুলো পালন করার বিষয়টি দালিলিকভাবে প্রমাণিত নয়।

আয়াত ও হাদীসের সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

রসুলুল্লাহ স. কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত তাফসীরকারী (ব্যাখ্যাকারী)। ওপরে উল্লিখিত সুরা মায়িদার ১০১ ও ১০২ নং আয়াতের বক্তব্য এবং উল্লিখিত হাদীস ৪টি পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

১. অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় যা কুরআনে প্রকাশিত হয়নি তা জানার জন্য রসুলুল্লাহর স.-এর কাছে প্রশ্ন করতে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন।

   ১ম হাদীস ৩টিতেও আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের তাফসীরকারক তাঁর কাছে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন।

২. কুরআন বলেছে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে প্রশ্ন করা হলে আল্লাহ তা'য়ালা সেগুলো কুরআনে প্রকাশ করে দেবেন। তখন মু'মিনরা কষ্টে পড়বে। কারণ, তাদের জন্য সে অসংখ্য বিষয় পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

   অন্যদিকে প্রথম হাদীস ৩টিতেও আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের তাফসীরকারক বলেছেন, মু'মিনগণ প্রশ্ন করলে খুঁটিনাটি বিষয় বলতে তিনি বাধ্য হবেন। তখন সেগুলো পালন করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তাই তারা কষ্টে পড়বে।

৩. কুরআন বলেছে আগের এক সম্প্রদায় তাদের নবীর কাছে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার কারণে আল্লাহ সেগুলো তাদের কিতাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেগুলো অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম হাদীস ৩টিতেও আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের তাফসীরকারী অভিন্ন ধরনের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি পূর্ববর্তী ঐ সম্প্রদায়গুলো ধ্বংস হয়েছে বলেছেন।

৪. আল কুরআনে মহান আল্লাহ শুধু ইসলামের মৌলিক নিষিদ্ধ ও করণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে ও মৌলিক করণীয় বিষয়সমূহ পালন করতে বলেছেন। অন্যদিকে কুরআনে মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়কে হারাম ও মাকরূহ এবং মৌলিক করণীয় বিষয়কে ফরজ ও ওয়াজিব নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রথম হাদীস ৩টিতেও আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের তাফসীরকারী বলেছেন– তিনি নেতিবাচক আদেশ তথা হারাম বলার মাধ্যমে কোনো বিষয় নিষেধ করলে সকলকে সেটি থেকে দূরে থাকতে হবে। আর ইতিবাচক আদেশ বা ওয়াজিব শব্দের মাধ্যমে কোনো বিষয় বললে সকলকে তা মান্য করতে হবে।

৫. কুরআনে অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় না থাকা প্রমাণ করে যে, সাহাবীগণ সুরা মায়িদার ১০১ ও ১০২ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের তাফসীরকারকের কাছে খুঁটিনাটি বিষয় জানার জন্য আর কোনো প্রশ্ন করেননি। তাই বলা যায়– আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের তাফসীরকারক কোনো অমৌলিক বিষয়ের জ্ঞানার্জন ও পালন করতে বলেননি।

♣♣ কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তাই বলা যায়–

১. কুরআনের সর্বোত্তম তাফসীরকারক মহান আল্লাহ তাঁর প্রণয়ন করা তাফসীর গ্রন্থে ক্ষতির দিক উল্লেখসহ অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয়ের তাফসীর করা দূরের কথা উল্লেখও করেননি এবং মু'মিনদেরকে তাঁর নিয়োগকৃত তাফসীরকারীর কাছে তা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন।

২. আল্লাহর নিয়োগকৃত তাফসীরকারীও ক্ষতির দিক উল্লেখসহ খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন।

♣♣ Common sense, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তাই বলা যায়– 'খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়ের উল্লেখ ও তাফসীর না করা' বিষয়টি কুরআন তাফসীরের একটি মূলনীতি হবে।

৯. 'সংস্করণ বের করা' কুরআন তাফসীরের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আকল/Common sense/বিবেক

কয়েক বছর পরপর পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করা হয়। যেমন– চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান ইত্যাদি। নতুন সংস্করণে–

- আগের সংস্করণের অনেক বিষয় অপরিবর্তিত থাকে।
- আগের সংস্করণ বের হওয়ার পর যে সকল বিষয় আবিষ্কার হয়েছে তা যোগ করা হয়।
- আগের সংস্করণের কোনো বিষয় যথাযথ নয় বলে প্রমাণিত হয়ে থাকলে তা বাদ দেওয়া হয়।

কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। মানবসভ্যতার জ্ঞান যত উন্নত হবে কুরআনের কিছু বিষয়ের তত উন্নত অর্থ ও তাফসীর বের হবে এবং তা মানবজীবনকে আরো কল্যাণময় করবে। তাই আকল অনুযায়ী কয়েক বছর পরপর কুরআনের অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থের নতুন সংস্করণ বের করতে হবে। আর নতুন সংস্করণে–

- আগের সংস্করণের অধিকাংশ অর্থ ও তাফসীর অপরিবর্তিত থাকবে।
- নতুন ও সঠিক আবিষ্কার অনুযায়ী কিছু আয়াতের মূল শব্দের (Key word) যথাযথ অর্থটি গ্রহণ করে আয়াতের অর্থ ও তাফসীর উন্নত করে লিখতে হবে।

এটি না করতে পারলে–

- ভুল অর্থ ও তাফসীর কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।
- কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হবে।
- ইসলামের শত্রুদের কুরআন নিয়ে বিদ্রুপ ও সন্দেহ ছড়ানো সহজ হবে।

♣♣ তাহলে ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'কয়েক বছর পরপর নতুন সংস্করণ বের করা' কুরআনের অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদ করার একটি মূলনীতি হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

... ... كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

... ... এভাবে আল্লাহ আয়াতকে (আয়াতে থাকা মূল বিষয়কে) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২১৯)

তথ্য-১.২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ ধরনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। যে কাজ না করার জন্য আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে সেটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতসমূহে আল্লাহ চিন্তা-গবেষণার জন্য কোনো ব্যক্তি ও কালকে নির্দিষ্ট করেননি। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। এর কারণ হলো– আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআনের মূল শব্দগুলোকে (Key words) এমনভাবে বাছাই করেছেন যে, তার অনেকগুলো অর্থ হয়। নতুন ও সঠিক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতার জ্ঞানে যদি নতুন কোনো তথ্য সংযোজিত হয় তবে ঐ জ্ঞান ধারণকারী কুরআনের আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আয়াতটিতে যে মূল শব্দ (Key word) আছে তার আভিধানিক অর্থের মধ্যে এমন অর্থ আছে যা দিয়ে আয়াতটির অর্থ ও তাফসীর করলে নতুন সঠিক আবিষ্কারের সমর্থক তথ্য বের হয়ে আসবে। আর এভাবে কুরআনের আয়াতের অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদকে হালনাগাদ করতে পারলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে। এ কথাটিই কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য) সত্য ... ...

(সুরা হা মীম আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর তথা মানবশরীরের বাইরের পৃথিবী। তাই এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পৃথিবী ও মানুষের শরীরের মধ্যের বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনের সকল বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাই এ আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– বিজ্ঞানের নতুন সত্য আবিষ্কারের সাথে মিল রেখে কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের নতুন সংস্করণ বের করতে হবে।

তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসুলের (সুন্নাহ) দিকে আসো। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ বিষয়ে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি রসুল স.-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (মুসলিম ও অমুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো– 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতটির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার আল্লাহর দেওয়া উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সে উত্তর হলো– 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞানলাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে'?

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে

অনেকেই একই ধরনের কথা বলে। সে কথা হলো– আগের মনীষীগণ (আকাবির) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে লিখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও তাফসীর আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়, তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায়– কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালীন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা একই ধরনের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা হলো– কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে আসবে না। এজন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে আগের প্রকৃত মনীষীগণেরও কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় অর্থ ও তাফসীর করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও তাফসীরের সংস্করণ বের করতে হবে।

তথ্য-৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যে রীতিনীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্বপুরুষরা আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে না পারার কারণে সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? (সুরা আল বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি ও ২ নং তথ্যের মধ্যে পার্থক্য হলো 'তাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে' কথাটির স্থানে আলোচ্য আয়াতে 'তাদের পূর্বপুরুষেরা আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে না পারার কারণে' কথাটি বলা হয়েছে।

তাই আয়াতটি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা হলো– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ার কারণে আগের মনীষীগণের কুরআনের কিছু আয়াত বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই কয়েক বছর পরপর কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের সংস্করণ বের করতে হবে।

♣♣ তাই ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কয়েক বছর পরপর নতুন সংস্করণ বের করা' কুরআনে অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদ করার একটি মূলনীতি হবে। এ মূলনীতি অনুসরণ করলে–

১. কুরআনের সত্যতা তথা কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তা প্রমাণিত হবে।
২. কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে।
৩. ভুল অর্থ ও তাফসীর চালু থেকে অনন্তকাল ধরে মানুষের মহাক্ষতি করে যেতে পারবে না।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَام البُخَارِ ... ... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ বাক্‌রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর রা. বলেন, কুরবানীর দিন নবী স. আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুল স. সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী স. নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী

স. এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন– এটি কোন মাস? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসুল সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন– এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রসুল সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসুল স. নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী স. সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন– শোনো! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসুল)। তিনি বললেন– হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! **অতঃপর তিনি বললেন– উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৭৪১।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুলুল্লাহ স.-এর দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি অর্থ হবে– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাই হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা থাকবে যে আগের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে। আর এটি করলে–

১. কুরআনের সত্যতা তথা কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তা প্রমাণিত হবে।
২. কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে।
৩. ভুল অর্থ ও তাফসীর চালু থেকে অনন্তকাল ধরে মানুষের মহাক্ষতি করে যেতে পারবে না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .

ইমাম তিরমিযী রহ. ইবনে মাসউদ রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মাহমুদ ইবন গাইলান থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. যায়িদ ইবন সাবিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ ইবন গাইলান থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান রহ. বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত রা. ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন– হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছি। আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দোজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, **অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।**

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

সংস্করণ ও সম্পাদনা পরিষদ

কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের সংস্করণ বের করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো সংস্করণে নতুন ভুল অর্থ বা তাফসীর যুক্ত না হওয়া এবং আগের সংস্করণের কোনো সঠিক অর্থ বা তাফসীর বাদ না যাওয়া। এটির জন্য দরকার হলো **সম্পাদনা পরিষদ**।

কুরআনে ধর্ম, সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য আছে। আর ঐ তথ্যসমূহ এমন শব্দ প্রয়োগ করে লেখা আছে যা কিয়ামত পর্যন্ত সত্য থাকবে। একজন ব্যক্তির ঐ সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়। তাই আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী আল কুরআনের সঠিক অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ লিখতে হলে একটি **সম্পাদনা পরিষদ** থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সম্পাদনা পরিষদে মূল তাফসীরকারকের সাথে কুরআনের সকল বড়ো দিকের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি থাকবেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বাছাই করবেন মূল তাফসীরকারক নিজে। মূল

তাফসীরকারক কুরআনের যে দিকে তার জ্ঞানের দুর্বলতা আছে সে দিকের তাফসীর করার সময় ঐ দিকের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীর সাহায্য নেবেন।

মূল তাফসীরকারক–

১. নিজ নেতৃত্বে কয়েক বছর পরপর তার তাফসীরের সংস্করণ বের করে যাবেন।
২. তার মৃত্যুর পর সম্পাদনা পরিষদের কে তাফসীরে নেতৃত্ব দেবেন তার নির্দেশ লিখিতভাবে রেখে যাবেন।
৩. সংস্করণ করার সময় কুরআনের প্রকৃত নীতিমালাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশও মূল তাফসীরকারক লিখিতভাবে রেখে যাবেন।

বর্তমান বিশ্বে ব্যাবহারিক গ্রন্থে সম্পাদনা পরিষদ থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা ধরা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, অর্থপেডিক্স, চক্ষু, নাক-কান-গলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ আছে। বর্তমানে বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর কোনোটি এমন পাওয়া যাবে না যেখানে সকল বিভাগ একজন লিখেছেন। বরং প্রতিটি বিভাগ লেখার দায়িত্ব থাকে ঐ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞের ওপর। এর কারণ হলো– একজন ব্যক্তির পক্ষে সকল বিভাগের গভীর জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়।

বিষয়টি কুরআন থেকে জানা যায় নিম্নের আয়াত থেকে–

... ... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

... ... অতঃপর তোমাদের যদি জানা না থাকে তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৩; আল আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে তাঁর কিতাবে থাকা কোনো বিষয় যদি ব্যক্তি মানুষের জ্ঞানের বাইরে বা দুর্বলতা থাকে তবে কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছ থেকে সেটি জেনে নিতে বলেছেন। কুরআনের একজন অর্থ ও তাফসীরকারীর কুরআনের সকল বিভাগ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। তাই বলা যায়– এ আয়াতের মাধ্যমে যারা কুরআনের বিভিন্ন বিভাগে গভীর জ্ঞান রাখেন তাদেরকে নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করার জন্য কুরআনের সকল অর্থ ও তাফসীরকারকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদের বিষয়ে হাদীস–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ) قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজাগুলোর একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম। তাই তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তারা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই **এটির যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল দিয়ে বুঝতে পারো না (হৃদয়ঙ্গম হয় না), তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রসুল স. স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– আল্লাহর কিতাবের কোনো বিষয় যদি কারো বুঝে না আসে তবে ঐ বিষয়ের যিনি বিশেষজ্ঞ তার ওপর সেটি ছেড়ে দিতে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে সেটি জেনে নিতে। এ হাদীসে যারা কুরআনের বিভিন্ন বিভাগে গভীর জ্ঞান রাখেন তাদেরকে নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করার জন্য কুরআনের সকল অর্থ ও তাফসীরকারকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বলে ধরা যায়।

১০. 'আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার পর্যালোচনা

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা হলো আল কুরআনের–

১. অর্থ করতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

২. তাফসীর করতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো– কুরআনের অর্থ করতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি সঠিক। বিষয়টি নিয়ে কুরআনের অর্থ করার মূলনীতি বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। তবে 'কুরআনের তাফসীর করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে' কথাটি মোটেই সঠিক নয়। এটি সহজে জানা ও বোঝা যায় নিম্নের দুটি বিষয় থেকে–

১. কুরআনের সর্বোত্তম তাফসীর হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ হলেন কুরআনের সর্বোত্তম তাফসীরকারী। কিন্তু আল্লাহ একটি স্থানেও আরবী ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে কুরআনের তাফসীর করেননি। তিনি কুরআনকে তাফসীর করেছেন তথা বুঝিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের সাহায্যে।

২. আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের তাফসীরকারক হলেন রসুলুল্লাহ স.। কিন্তু হাদীসগ্রন্থে একটি হাদীসও নেই যা থেকে জানা যায় রসুলুল্লাহ স. আরবী ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে কুরআনের তাফসীর করেছেন। রসুলুল্লাহ স.-ও কুরআনকে তাফসীর করেছেন তথা বুঝিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের সাহায্যে।

ইতোমধ্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর দলিলের ভিত্তিতে কুরআন তাফসীরের ৯টি মূলনীতি থাকার বিষয়টি আমরা জেনেছি। আল কুরআনের সঠিক অর্থ ও তাফসীর করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে ঐ ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অর্থের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

এ অবস্থানের বর্তমান সময়ের একটি সত্য উদাহরণ হলো– প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। তিনি চর্মবিভাগের প্রফেসর। IERF (Integrated Education and Research Foundation) মু'জামুল কুরআন নামের একটি অনুবাদগ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদটির প্রথম প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগস্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদটিতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকসহ আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখা ব্যক্তিগণও ছিলেন। অনুবাদে অবদান রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। অনুবাদটি প্রণয়নে ভূমিকা রাখার সময়ে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর কুরআন পড়তেও পারতেন না। কিন্তু অনুবাদটি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ তার ২০-২৫ বার খতম দেওয়া ছিল। অনুবাদটির প্রথম প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণে অবদান রাখার ভিত্তিতে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নাম সম্পাদনা পরিষদের তালিকায় ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে। অনুবাদে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে বলেছেন অনুবাদে অবদান

রাখার কারণে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নামটি ১ম স্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু কুরআন পড়তে পারেন না বলে তার নামটি ২য় স্থানে রাখা হয়।

প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদটি প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন তা হলো– সম্পাদনা পরিষদ যখন একটি আয়াতের অর্থ লেখেন তখন তিনি বলেন আয়াতটির এ অর্থ সঠিক নয়। তবে অর্থটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অর্থ অমুক সুরার অমুক আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখতে পায় প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কথা সঠিক এবং তারা তাদের করা অনুবাদ সংশোধন করেন।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞদের পেছনে ফেলে কুরআনের একটি ভালো অনুবাদগ্রন্থে অবদান রাখার ভিত্তিতে ২য় অবস্থান (আসলে ১ম স্থান) পাওয়া প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কোনো জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তার কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত নীতিমালার ১ নং বিষয়টি (কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই) জানা ছিল। তাই তিনি একটি ভালো অনুবাদগ্রন্থ রচনায় অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদগ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের ভালো অনুবাদগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

এ অবস্থানের বর্তমান সময়ের একটি সত্য উদাহরণ হলো প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান। অর্থাৎ আমি নিজে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। (প্রথম প্রকাশ ২০১৪ সালের রামাদান মাসে)। পরবর্তীতে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে– 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'। আমাদের জানামতে, যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পৃথিবীতে এটিই প্রথম। গ্রন্থটিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা অন্য অর্থ, তাফসীর বা অনুবাদগ্রন্থে নেই। কিন্তু তা সঠিক ও বাস্তবসম্মত। গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছি আমি। কিন্তু গ্রন্থটি

রচনা ও সম্পাদনার সময় আমার আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান তেমন ছিল না বললেই চলে। প্রধানত অর্থ ও তাফসীরের অন্য অনুবাদ পড়ে আমি কুরআনের অর্থ জেনেছি। কিন্তু কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার প্রকৃত নীতিমালা আমার ভালোভাবে জানা ছিল। তাই আমি কুরআনের একটি অত্যন্ত ভালো ও ব্যতিক্রমধর্মী তাফসীর গ্রন্থ রচনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছি।

অবস্থান-৫

কুরআনের সবচেয়ে ভালো তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন সে ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি জানা থাকবে ও ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

আমাদের জানা মতে, এ ধরনের ব্যক্তি বর্তমান পৃথিবীতে নেই। তবে বর্তমান বইটিতে থাকা কুরআনের অর্থ, তাফসীর ও অনুবাদ করার মূলনীতিসমূহ জানতে পারলে ভবিষ্যতে তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ।

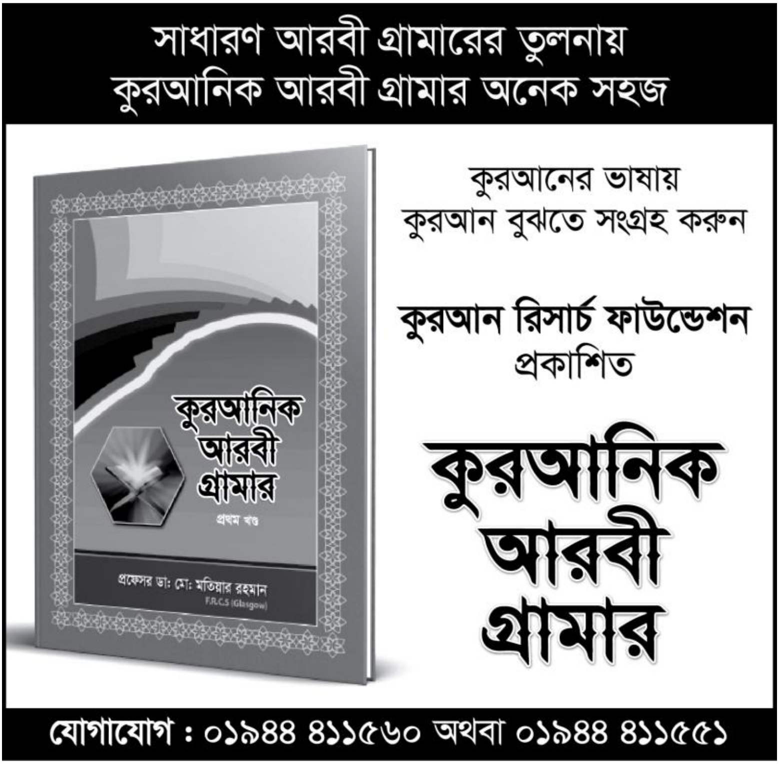

কুরআন তাফসীরের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহ

কুরআন তাফসীরের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহ হলো–

১. শানে নুযুলের জ্ঞান।
২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক' তথ্যটি মনে রাখা।
৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি মনে রাখা।
৪. সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা।

কুরআন তাফসীরের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

১. 'শানে নুযুল' কুরআনের সঠিক তাফসীর করার সহায়ক হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

শানে নুযুলের জ্ঞান কুরআনের সঠিক তাফসীর করার জন্য সহায়ক। কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়। এর কারণ হলো–

১. শানে নুযুলে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে।
২. সব আয়াতের শানে নুযুল নেই।
৩. অনেক শানে নুযুল কুরআনে উল্লেখ আছে।
৪. একটি আয়াতের আগের ও পরের আয়াত বা ঐ আয়াতের বিষয় সম্পর্কিত অন্য আয়াত পর্যালোচনা করলে আয়াতটির শানে নুযুল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

শানে নুযুলের জ্ঞান কুরআনের সঠিক তাফসীরের সহায়ক হওয়ার উদাহরণ–

উদাহরণ-১

... ... ۘ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ... ...

... ... (সালাতের সময়) তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এটা জানার জন্য যে, কে রসুলের অনুসরণ করে আর কে পেছনের (পূর্বাবস্থায়) দিকে ফিরে যায়। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসুলকে কেবলা পরিবর্তনের আদেশের কারণ জানিয়ে দিয়েছেন। কারণটি মানুষকে বোঝানো সহজ হবে যদি আয়াতটির শানে নুযুল জানা থাকে। আয়াতটির শানে নুযুল জানা যায় নিম্নের আয়াত থেকে–

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ... ...

অচিরেই নির্বোধ (বে-আকল) লোকেরা বলবে– তারা যে কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস) দিকে ছিল তা থেকে তাদের মুখ (মক্কার কাবার দিকে) ফিরিয়ে দিলো কীসে?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৪২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্যই হলো নির্বোধ (বে-আকল) লোকদের সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে থাকা কথার শানে নুযুল।

উদাহরণ-২

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ . فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ . لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ . تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ .

আর নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন। যা (লিখিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে। নিষ্পাপ সত্তাগণ (ফেরেশতাগণ) ছাড়া অন্য কেউ তা (ঐ কুরআন) স্পর্শ করতে পারে না। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

(সুরা আল ওয়াকিয়া/৫৬ : ৭৭-৮১)

ব্যাখ্যা : শানে নুযুল জানা থাকলে আয়াতগুলোর বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। আয়াতটির শানে নুযুল হলো– মক্কার কাফিররা বলতো কুরআন শয়তান নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে শোনায়। পরে মুহাম্মাদ তা মানুষকে শোনায়। তাই কুরআন হলো শয়তানের আনা কিতাব। এর শানে নুযুল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় নিম্নের আয়াতগুলো থেকে–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ . وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ . اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ .

আর এটি (কুরআন) নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা সামর্থ্যও রাখে না। নিশ্চয় (নাযিলকালে) তাদের তা (কুরআন) শ্রবণের সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

(সুরা শুয়ারা/২৬ : ২১০-২১২)

২. ‘আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায় বিচারক’ তথ্যটি কুরআনের সঠিক তাফসীর করার সহায়ক হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক তথ্যটি কুরআন থেকে যেভাবে জানা যায়–

তথ্য-১

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ .

আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৮)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক।

তথ্য-২

.........وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ.

আর তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০৯)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক।

তথ্য-৩

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ.........

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।

(সুরা আল আন‘আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : ১ ও ২ নং তথ্যে আল্লাহ তা‘য়ালা নিজে জানিয়েছেন যে তিনি সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক। আর আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক। এখানে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি জন্মগতভাবে মানুষের একজনকে অন্যজন থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম দিয়েছেন। বাস্তবেও এটি আমরা দেখি। যেমন– মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি অমুসলিমের ঘরে

জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির তুলনায় ইসলাম জানা, বোঝা ও মানার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি পায়। গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশু ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুর তুলনায় লেখাপড়া করার সুযোগ অনেক কম পায়।

আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– শেষ বিচারের দিন তিনি জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি খেয়ালে রেখেই বিচার করবেন। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক একটি বিষয়। পৃথিবীর কোনো বিচারালয়ে এ বিষয়টি খেয়ালে রেখে বিচার করা হয় না। এ বিষয়ের ভিত্তিতে তাই সহজেই বলা যায়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

তথ্যটি কুরআনের সঠিক তাফসীরে যেভাবে সহায়তা করে

যদি কুরআনের কোনো আয়াতের আপাত অর্থ ন্যায়বিচারের পরিপন্থি হয় তবে সে আয়াত নিয়ে গবেষণা করতে হবে যতক্ষণ ন্যায়বিচারের পরিপন্থি নয় এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হয়। আর চেষ্টা চালু রাখলে এটি অবশ্যই সম্ভব হবে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-১৭) এবং 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বই দুটি এর বাস্তব প্রমাণ।

৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি কুরআনের সঠিক তাফসীর করার সহায়ক হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি কুরআন যেভাবে জানিয়েছে–

তথ্য-১

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَـكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ... ...

তিনিই তোমাদের (কল্যাণের) জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে জানানো হয়েছে– মহাবিশ্বের সবকিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সকল জিনিসের মধ্যে মানুষের কিছু না কিছু কল্যাণ রয়েছে।

তথ্য-২

... ... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰـكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

... ... (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন– সালাতের আগে ওজু বা গোসলের যে আদেশ তিনি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেওয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হলো– মানুষকে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁর তরফ থেকে মানুষের কল্যাণ চাওয়ার বিষয়টিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেওয়া। এখান থেকে বোঝা যায়– মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণময় করার জন্য যা যা দরকার তার সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। ওজু বা গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কল্যাণ হলো চামড়ার অনেক প্রদাহ রোগ থেকে মুক্ত থাকা।

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ... ...

তোমরাই সর্বোত্তম জাতিগত সৃষ্টি। মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো (সৃষ্টি করা) হয়েছে। তোমরা (জন্মগতভাবে) জানা কাজ (ন্যায় কাজ) বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা কাজ (অন্যায় কাজ) প্রতিরোধ করবে। (আর কাজগুলো করার সময়) আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৪

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(সুরা আল ফাতিহা/১ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে দয়ালু সত্তা।

তথ্যটি কুরআন তাফসীরে যেভাবে সহায়তা করবে

যদি কুরআনের কোনো আয়াতের আপাত অর্থ বা তাফসীর মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি করবে বলে মনে হয় তবে সে আয়াত নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না মানবতার জন্য কল্যাণময় কোনো অর্থ বা তাফসীর বের করা সম্ভব হয়। আর চেষ্টা চালু রাখলে এটি অবশ্যই সম্ভব হবে। 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) এবং 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বই দুটি এর বাস্তব প্রমাণ।

৪. 'সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা' তথ্যটি কুরআনের সঠিক তাফসীর করার সহায়ক হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

যেকোনো ব্যাবহারিক বিষয়ের মূল গ্রন্থের (Text book) ব্যাখ্যা (তাফসীর) লিখতে হলে লেখকের ঐ ব্যাবহারিক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে। তা না হলে লেখক ঐ গ্রন্থের অনেক বক্তব্যের যথাযথ ব্যাখ্যা লিখতে ব্যর্থ হবেন। যেমন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলগ্রন্থের তথ্যের ব্যাখ্যা লিখতে হলে লেখকের অবশ্যই চিকিৎসা কাজে জড়িত থাকতে হবে। শুধু তাত্ত্বিকভাবে বই পড়ে সঠিক ব্যাখ্যা লেখা অসম্ভব।

আল কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। আর এটি লিখিত আকারে একবারে রসুল স.-এর কাছে অবতীর্ণও হয়নি। রসুল স.-কে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন একটি কঠিন কাজ বাস্তবে পালন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। সে কাজটি ছিল– আল্লাহ তা'য়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। আর ঐ কাজ করতে গিয়ে পদে পদে তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নাযিল করেছেন। তাই ঐ বাস্তব কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকলে কুরআনের অনেক আয়াতের সঠিক তাফসীর করতে ব্যক্তি ব্যর্থ হবে।

রসুল স.-এর সে কাজ সম্পর্কে কুরআন যা বলেছে তা হলো–

هُوَ الَّذِیٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ .. ..

তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবনব্যবস্থার সকল অঙ্গনে ... ... (সুরা তওবা/৯ : ৩৩, ফাত্‌হ/৪৮ : ২৮, ছফ/৬১ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, রসুল স.-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল– সত্য দ্বীন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করা। আর ঐ কাজে রসুল স.-কে পদে পদে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য কুরআনকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে নাযিল করা হয়েছে।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের সঠিক অর্থ বা তাফসীর করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামকে সমাজের সকল অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তি কুরআনের অনেক আয়াতের সঠিক অর্থ বা তাফসীর করতে ব্যর্থ হবেন।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

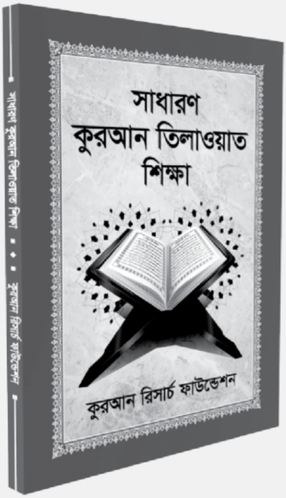

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শেষ কথা

সুধী পাঠক! বইটিতে উল্লিখিত তথ্যগুলোর মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করার প্রচলিত ও প্রকৃত নীতিমালার মধ্যে পার্থক্য জানার পর সকলে নিশ্চয় হতবাক হয়েছেন। কুরআন হলো মানুষের জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের মানদণ্ড উৎস। প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করে এর তাফসীর করলে সঠিক তাফসীর করা অসম্ভব। তাই আজ মুসলিম জাতির জ্ঞানে অনেক মৌলিক ভুল বিদ্যমান। জরুরি ভিত্তিতে বিষয়টির দিকে মুসলিম জাতির দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতিতে যদি অনেক ভুল থাকে তাহলে অন্য কাজ করে বিশ্বদরবারে মুসলিম জাতির হারানো অবস্থান ফিরিয়ে আনা দুঃস্বপ্ন নয় কি?

ভুল-ভ্রান্তি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেওয়া আপনার এবং সঠিক হলে শুধরিয়ে নেওয়া আমার ঈমানি দায়িত্ব। আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

➢ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

➢ **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

➢ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

➢ **ইউকা ক্যাম্পাস**
বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

➢ **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
➢ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
➢ **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
➢ **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
➢ **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
➢ **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
➢ **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
➢ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
➢ **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
➢ **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
➢ **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
শুধু বাংলা
সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড
শুধু বাংলা
যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

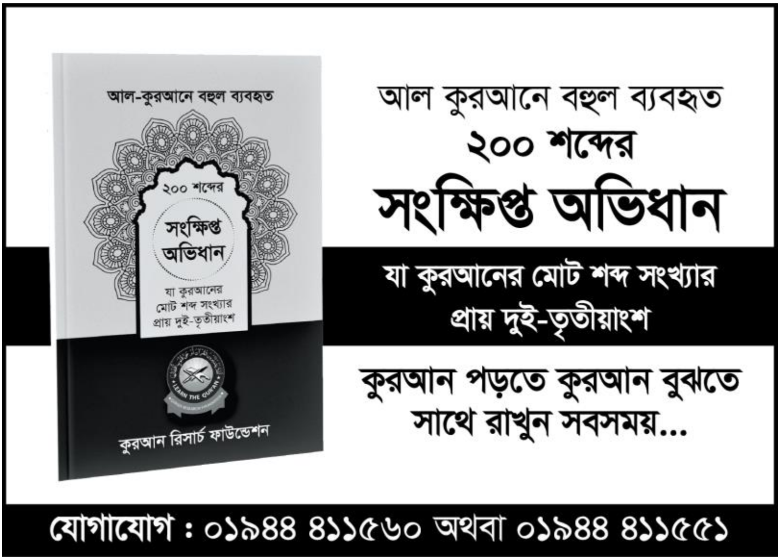
আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান
যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান
যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ
কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...
যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১